মধুমতী নাটক।

শ্রীশ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

" মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাং,
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ ॥

কালিদাসঃ।

কলিকাতা

বাঙ্গালা সাপ্তাহিক রিপোর্ট যন্ত্রে

কলেজ স্কোয়ার ৪ নং ভবনে

শ্রীদ্বারকানাথ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১২৮০

মুখবন্ধ।

এক্ষণে অনেকেই নূতন নূতন নাটক রচনা কোচ্চেন, তা দেখাদেখি আমারও নাটক রচনায় সাধ গেল। কিন্তু নূতন ব্রতের ব্রতী বোলে প্রথমে বড় সাহস হয় নাই। ভাবলেম, " পাছে শিব গড়্তে বানর হয় "। নাটুকে হোতে গিয়ে সাধারণের কাছে যদি হাস্যাস্পদ হোয়ে পড়ি ; কিন্তু তা বোলে নিরস্ত হতেও মন সর্লো না, ভাবলেম দেখিই না কেন, ভাল হয় বড়ই ভাল, না হয় ক্ষতি কি? সৎকর্ম্মের উদ্যোগও প্রশংসনীয়। আমিত অর্থলুব্ধ হোয়ে আর একাজ কোচ্চি না। আবার ভাব্লেম, ভাল হবেই না বা কেন? বড় বড় বিখ্যাত লোকেরা কোল্লেই ভাল হবে, আর আমাদের যে হবে না, তারই বা মানে কি? যদি লোকে আমাদিগকে ছোট ভাবে, তা ভাবলেই বা? অনেক স্থলে ক্ষুদ্র যন্ত্র দ্বারা অসামান্য কার্য্য নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। তাদের এরূপ এটাও ভাবা উচিত যে, সকল বস্তুই ছো...

থেকে বড় হয়, এমন যে ভাবতী নদী, এর বেগ কেবল সামান্য নির্ঝর হোতে হয়। অতি সামান্য বীজ হোতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হোয়ে জগতের কেমন শোভা ও কল্যাণ বিধান কোচ্চে! তবে আমি সামান্য হোলেও বা কেন কৃতকার্য্য না হব কেন? "চেষ্টার অসাধ্য কি আছে।" এমন যে রোম প্রভৃতি মহা মহা রাষ্ট্র সকল, এও সামান্য সামান্য লোক কর্ত্তৃক স্থাপিত। এই রূপ সাত পাঁচ বিবেচনার পর সাহস নির্ভর কোরে এই মধুমতীকে যথাসাধ্য সাজিয়ে কোরে সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত কোল্লেম, এখন সকলে মনোনীত করুন!

উপসংহার কালে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেছি, যেমন শ্রীযুক্ত বাবু শশীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিশ্রমে, যত্নে ও উৎসাহে উৎসাহী হইয়া ইহাকে এক প্রকার শেষ করিলাম, এবং কবিবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় মহাশয়ের যত্নে ও বহু আয়াসে ইহা প্রকাশিত হইল, তেমনি এখন বিদ্যোৎসাহী কৃতবিদ্য ও রসজ্ঞ মহোদয়গণ ইহা একবার আদ্যোপান্ত

[illegible] করিবে, পরিশ্রম সফল ও আপনাকে চরি-
তার্থজ্ঞান করিব।

শ্রীশ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়
গ্রন্থকার।

কলিকাতা।
২০ এ ভাদ্র, ১২৮০

[illegible] বল্লেন আমার মাথা আর মুণ্ড, কোথায় [illegible]

দুর্গা। তবু শুনি।

পাঁচী। শুন্‌বে আর কি? (সভয়ে ইতস্ততঃ চাহিয়া মৃদুস্বরে) ছোট রাণী বলেন কি, বড় রাণীর কেমন কোরে পেট হলো, রাজাত আর কিছু ওঁর ঘরে জানেনা বড় রাণী এই সব শুনে অবধি ঘেন্নায় আর ঘরের বার হন্‌নি, আপনার ঘরে খিল এঁটে পালঙ্কে শুয়ে কেবল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদচেন, আর ভগবানকে ডাকচেন: এই আজ দুদিন সে জন্যে জলস্পর্শ করেননি। তাই আমি আজ তাড়াতাড়ি তাঁর জন্যে বাজারে যাচ্চি, বলি, যদি সকাল সকাল বুঝিয়ে সুঝিয়ে কিছু খাওয়াতে পারি। হবে না হবে না কোরে যদি ভগবানের ইচ্ছেয় হয়েছে, তা পেটের ছেলেটাকেত বাঁচাতে হবে, না পোয়াতীকে এখন গাতেরে কষ্ট, মনে দুঃখ দিয়ে পেটের ছেলেটি নষ্ট করাবে? শত্রুদেরত তাই ইচ্ছে।

দুর্গা। কে জানে ভাই, ও বড় ঘরের বড় কথা [illegible] ছোট নোক, চাকরাণী, অত শত বুঝিনে, কিন্তু [illegible] বান, এমন মর্ম্মান্তিক কথাও কি বলতে হয় [illegible] কি ঘেন্নার কথা! ভাল, রাজা একথা শুনে [illegible]

কেমন
পাঁ
ও সব [illegible]
ঠোক [illegible]
পেট [illegible]

হাঁ। তিনি শুনেছেন বৈ কি, তা শুনে কি [illegible]

বজ্জাতি [illegible] রাণী কি আর তাঁর কিছু বলবার মুখ
আত্তে [illegible]

রেখেছে যে, বল্‌বেন? তাঁকে একেবারে ভেড়া বানিয়ে ফেলেছে।

দুর্গা। (অবাক হইয়া) বলিস কি লো? (কিঞ্চিৎ পরে।) তা হতে পারে, নতুন নতুন অমন হয়ে থাকে; এর পর পুরণ হলে আর তত থাক্‌বে না। ঐ যে কথায় বলে "নতুন নতুন নকড়া, পুরণ হলে ছকড়া।"

পাঁচী। (আহ্লাদে) বেশ দিদি, ঠিক্ বলেচিস্, উটি পুরুষের স্বধর্ম্ম।

দুর্গা। হ্যা দেখ্ পাঁচি! তোকে একটা কথা বলি কি, যে বড় রাণী যদি সদাই কাঁদেন্ কাটেন্, তা হলেত পেটের ছেলেটি নষ্ট হোতে পারে? তাই বরং রাজাকে বোলে কোয়ে কিছু দিনের জন্যে ওঁরে কেন বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা পা না?

পাঁচী। হুঁঃ, রাজা তাই পাঠাচ্ছেন, এ বজায় কি তোর আমার ঘরকন্না, যে, যে যা বল্‌বে তাই হবে। আমরা কি আর তার চেষ্টা পাচ্চিনে?

দুর্গা। তবে রাজা কেন এর একটা কোন উপায় করুন না? নইলে ও ভাল মানষের মেয়েটাকে কি এমন কোরে দোগ্‌গে মারা ভাল হচ্চে?

পাঁচী। আর কি উপায় কর্‌বেন? তিনি না হয় ছোট রাণীকে দুই এক দিন তেরেস্কার কর্‌বেন, তারে ধুমরে ফেল্‌তেও পারবেন না, ত্যাগ কর্ত্তেও পার্‌বেন না।

(পাতখোলা লইয়া বামার পুনঃপ্রবেশ।)

বামা। কি লো, তোদের যে আর কথা ফুরয় না

দেখ্‌চি। এরদ্দূরে দাঁড়িয়ে পথের মাঝে কি এত কথা কচ্চিস্‌ ?

দুর্গা। ওলো, অনেক দিনের পর দেখা হোলেই পাঁচটা ভাল মন্দ কথা হোয়ে থাকে।

বামা। তবে বোন, তোরা এখন কথা ক, বেলা ঢের হোলো, বড় রোদ হয়েছে, আমি এখন যাই, দেরি হোলে আবার ছোট রাণী বোকে অনত্ত কর্‌বে, আর দাঁড়াব না।

পাঁচী। (স্বগত) যাও না কেন, কে তোমায় মাথার দিব্বি দিয়ে যেতে মানা কোচ্চে, একেবারেই যাও,—জন্মের মত যাও—গেলেই বাঁচি—তোমার যম নেই?

[বামার প্রস্থান।

(অস্পষ্ট স্বরে) যাও, না গেলে কি আর তোমার রক্ষে আছে? তেমন ছোট রাণী নয়, এখুনি ঝাঁটা দিয়ে বিচিয়ে দেবে। (প্রকাশে) ওলো দুগ্‌গো দিদি! আমিও আর দাঁড়াব না, কথায় কথায় অনেক দেরি হয়ে গেল, ঐ দেখ রদ্দুর কোথায় এয়েচে। আমি বাড়ী ফিরে গেলে তবে বড় রাণী বাসীমুখে জল দেবেন।

দুর্গা। তবে বোন, তোরে আর আট্‌কে রাখ্‌ব না, যা তবে এখন আর দেরি করিস্‌নে; আর যাতে বড় রাণীর বাপের বাড়ী যাওয়া হয়, তার চেষ্টা করিস্‌।

পাচী। আমিত সাধ্য মত কচ্চি, কোর্‌বো, এখন খাঁটে উঠ্‌লে হয়। ঐ যে একটা কথায় বলে,—

"মনের বাসনা যাহা সব যদি ঘটে।
তবে কেন দোষে লোকে আপন ললাটে" ॥

তা দিদি, যা হয় হবেই একটা, এখন তবে আসি ·

দুর্গা। হঁা, এসো, আমিও যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মিথিলা রাজ-সভা।

(রাজা, মন্ত্রী ও মাধব্য আসীন।)

রাজা। মন্ত্রিবর! জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞীকে লোকের পরামর্শে সসত্ত্বাবস্থায় পিত্রালয়ে পাঠান একান্ত অকর্ত্তব্য হয়েছে, ইহাতে মাদৃশ ব্যক্তির কুলধর্ম্মের বিপরীত কার্য্য করাও হয়েছে। আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা কখনও এরূপ কার্য্য করেন নাই, আমিই চিরপ্রচলিত সেই কুলধর্ম্ম নষ্ট কল্লেম।

মন্ত্রী। মহারাজ! আমার বিবেচনায় আপনি যুক্তিসিদ্ধ কার্য্যই কোরেছেন, আপনি যে কুলধর্ম্মের কথা কোচ্চেন, সে কেবল লোক-প্রচলিত প্রথা মাত্র, তাত প্রাকৃতিক নিয়ম নয়। তবে যে পূর্ব্ব পুরুষ-দিগের কথা বল্‌চেন, তাঁদের প্রয়োজন হয় নাই, সুতরাং পাঠান নাই। অতএব, তজ্জন্য চিন্তিত হবেন

না। দেখুন, মহারাজ শ্রীবৎস ও নল প্রভৃতিও বিপদ কালে প্রয়োজন মতে স্ব স্ব সীমন্তিনীকে পিত্রালয়ে পাঠাতে ব্যগ্র ছিলেন।

মাধ। তা সেরূপ মহারাজেরই কি এত প্রয়োজন হয়েছিল? উনি কি মহিষীকে খেতে দিতে অক্ষম, না তাঁর প্রসবের ব্যয়ের জন্যে কাতর?

মন্ত্রী। (ইষদ্ধাস্যে) ও হে মাধব্য! তুমি দেখ্‌চি খাওয়াটাই চিনেছ ভাল, ভাই হে! রাজসংসারে খাদ্য সামগ্রীর কিছুই অপ্রতুল নাই। রাজ্ঞী-কেত সে নিমিত্ত পাঠান হয় নাই। তিনি অন্তঃ-সত্বা, এ অবস্থায় স্ত্রীলোকের সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকা কর্ত্তব্য। তিনি তদ্বিপরীতে সর্ব্বদা ক্ষুণ্ণ ও বিষণ্ণ থাকিতেন, একা-রণ তাঁহাকে পিত্রালয়ে পাঠান হয়েছে। সেখানে পিতামাতা প্রভৃতি পরিজনবর্গকে অনেক দিনের পর দর্শন কোরে মনোদুঃখের অনেক লাঘব হবে। এবং তাঁর পরমাত্মীয় পিতামাতাও এ অবস্থায় তাঁকে প্রফুল্ল রাখ্‌তে বিশেষ যত্ন পাবেন।

মাধ। হা এরূপ হোয়ে থাকেত ভালই হোয়েছে।

রাজা। ভালই হোক্ আর মন্দই হোক, যা হবার তা হয়েছে, এখন আর সে চিন্তা বৃথা, বিবেচনা না কোরে কার্য্য কর্‌লেই অনুতাপই তার পরিণাম ফল হয়।

(প্রতিহারীর প্রবেশ।)

প্রতি। মহারাজ! রাজদর্শনেচ্ছায় রোরুদ্যমানা

পরিচারিকা পাঁচী দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা, কি অনুমতি হয়?

রাজা। (সচকিত হইয়া) কে, পাঁচী, রোরুদ্যমানা, দ্বারদেশে কেন? শীঘ্র এখানে আস্তে বল।

প্রতি। যে আজ্ঞা মহারাজ!

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রিবর! পাঁচীর এরূপ অবস্থায় রাজদর্শন প্রার্থনায়, বড় সহজ ব্যাপার বোলে বোধ হয় না, কিছু না কিছু বিপদ্ আশঙ্কার সম্ভাবনা থাক্‌কেই থাক্‌বে। নতুবা আমার মনই বা অকস্মাৎ বিচলিত হোল কেন?

মন্ত্রী। মহারাজ স্নেহের ধর্ম্মই এই যে, সদাই অনিষ্ট আশঙ্কা করে, অতএব সে নিমিত্ত চিন্তিত হইবেন না।

(পাঁচীকে লইয়া প্রতিহারীর পুনঃ প্রবেশ।)

রাজা। (পাঁচীকে দেখিয়া) কিরে পাঁচি! কাঁদ্‌চিস্ কেন? রাজ্ঞীত ভাল আছেন?

পাঁচী। (কপালে করাঘাত) মহারাজ! আর ভাল আছেন!

রাজা। (শশব্যস্তে) কেন কেন! তাঁর কি হয়েছে। (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রিবর! এর এরূপ অবস্থায় চিত্ত সহসা ব্যাকুল হয়ে উটলো। তুমি পাঁচীকে সান্ত্বনা কোরে সমস্ত জিজ্ঞাসা কর।

মন্ত্রী। পাঁচি! কি হয়েছে, ভাল কোরেই বল না, অত কাঁদ্‌চ কেন? রাণীর কি কোন্ বিপদ্ হয়েছে, না তোমার নিজের।

পাঁচী। (রোদন করিতে করিতে) আমার আর কি বিপদ, রাণী নৌকায় যেতে যেতে জলে ঝাঁপ দিয়েচেন।

রাজা। (ত্রস্ত হইয়া) অ্যাঁ অ্যাঁ! বলিস্ কি! কি সর্ব্বনাশ! সে সময় তোরা সব কোথায় ছিলি?

পাঁচী। আমি কি আর তখন কাছে ছিলাম, মহারাজ! তা হোলে কি আর এ অনর্থ ঘট্‌তে দিই। আমাকে তিনি বল্লেন, পাঁচি! একটু জল নিয়ে আয়, আমি যেমন জল আন্তে গেছি, অম্নি একটা গোল শুন্‌তে পেলেম্, তাড়াতাড়ী ফিরে এসে দেখি যে, রাণী নেই, লোক জন সব তাড়াতাড়ী জলে পোড়ে তাঁকে খুজ্‌চে ; কিন্তু কিছুতে পেলে না।

রাজা। হায় মন্ত্রিবর! "যে পথে বাঘের ভয়, সেই পথেই সন্ধ্যা হয়" আমি মনে যা আশঙ্কা করেছিলেম, কপালে তাই ঘট্‌লো। হা প্রিয়ে! তুমি কোথায় গেলে। (মূর্চ্ছা)

মন্ত্রী। (শশব্যস্তে) একি : কি সর্ব্বনাশ! মহারাজ! উঠুন উঠুন, ও পাঁচি! তুই শীঘ্র একটু শীতল জল লয়ে আয়, মাধব্য তুমি একটু বীজন কর, প্রতিহারী! তুমি মহারাজকে ধর। হায় হায়! একি, সহসা বিষম বিপদ্ উপস্থিত।

(যথাযোগ্য সকলের রাজসেবা।)

রাজা। (সচেতন হইয়া) মন্ত্রিবর! আমার প্রি কোথায়, তুমি কি তাঁরে দেখেচ, (ক্ষিপ্তপ্রায় উত্থান

পূর্ব্বক রোদন) হা প্রেয়সি ! হা আমার গৃহলক্ষ্মি ! তুমি কোথায়, তুমি যে জন্মের মত রাজা প্রতাপাদিত্যকে পরিত্যাগ কোরে কোথায় গেলে । আর কি আমি তোমার সে মুখচন্দ্র দেখ্‌তে পাব না ? আর কি আমি তোমার সেই সুধাভিষিক্ত মিষ্ট বাক্য শুন্‌তে পাব না ? আজ হোতে কি আর তুমি তোমার সেই মৃগলাঞ্ছন লোচনে আমার প্রতি কটাক্ষ বিক্ষেপ কর্‌বে না ? কেন কর্‌বে না প্রিয়ে ! আজ আমার প্রতি কেন এত নিষ্ঠুর হোলে ?

মন্ত্রী। মহারাজ ! শান্ত হউন।

রাজা। (না শুনিয়া) হা প্রিয়ে সুরমে ! তুমি কি ছোট রাণীর অত্যাচারে জ্বালাতন হয়ে যথার্থই আমাকে এ জন্মের মত পরিত্যাগ কল্লে, আহা ! তোমাকে পিত্রালয়ে পাঠাবার সময় একবার জন্মের মত তোমার সেই চন্দ্রানন দেখ্‌লেম না। জীবিতেশ্বরি ! আমি তোমার বিরহানল কেমন কোরে সহ্য কোর্‌ব। তুমি একবার এ সময়ে আমাকে দেখা দাও, একবার অভিমান পরিত্যাগ কোরে আমার প্রতি প্রসন্না হও। ছোট রাণী এবার অবধি আর তোমায় কিছু বল্‌বেনা, আর না হয় তুমি আমাকে তোমার নিকট লয়ে চল, আমি এখনিই যেতে প্রস্তুত আছি।

মন্ত্রী। মহারাজ ! এখন আর শোকে ও রূপ বিলাপের কি প্রয়োজন, এতে কি কেবল আমাদের হৃদয় ব্যথিত হচ্চে এমত নয়, ধর্ম্মাবতারেরও শারীরিক স্বাস্থ্য

ভঙ্গের সম্ভাবনা, বিশেষতঃ ভবাদৃশ ব্যক্তির ঈদৃশ শোক করা নিতান্ত অবিধেয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, পরলোকগত ব্যক্তির নিমিত্ত শোক করিলে তাহার স্বর্গলাভের হানি হয়, সুবিজ্ঞ পণ্ডিতচূড়ামণি হয়ে আপনার এরূপ শোকাভিভূত হওয়া উচিত নয়।

রাজা। (রোদনবদনে) মন্ত্রিবর! আমিই মহিষীর প্রাণত্যাগের একমাত্র কারণ, তুমি আমাকে আর ধর্ম্মাবতার বোলো না, আমি কলি অবতার—চণ্ডাল অবতার। আমার ন্যায় মহাপাতকী নরাধম এ জগতে আর দ্বিতীয় নাই, আমি স্ত্রীঘাতী।

মাধ। কেন মহারাজ! আপনি আবার স্ত্রীঘাতী কি রূপে হলেন? আপনি কি স্বয়ং মহারাণাকে জলে ডুবিয়ে দিয়েছেন? আপনার কি দোষ, আপনি কেন পাতকী হতে যাবেন। তাঁর পরমায়ু শেষ হয়েছিল, আর তাঁর অপমৃত্যু অদৃষ্টে লিখিত ছিল, তাই তাঁর ওরূপ অপমৃত্যু ঘটেছে।

মন্ত্রী। মাধব্য। তুমি ঠিক কথাই বোলেছ, সকলই বিধির নির্ব্বন্ধ, তাঁর লিখনকে খণ্ডন করে কার সাধ্য।

রাজা। মন্ত্রিবর! তুমিও কি মাধব্যের মত অনভিজ্ঞ হোলে; তুমি ও কথা বোলে আমাকে কি প্রবোধ দেবে, এখন আমি মহিষীর হন্তা ব্যতীত আর কি হতে পারি। দেখ, আমি পূর্ব্বাপর বিবেচনাশূন্য হয়ে কেবল জননীর অনুরোধে দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ

করেছি, যদি তখন তাহা না কর্ত্তেম, তা হলে এই ঘোর বিপদে আমাকেত পতিত হোতে হোত না। প্রিয়াকে এ অবস্থায় পিত্রালয়ে যেতেও হতো না এবং তাঁর আত্ম-হত্যারও কোন প্রয়োজন ছিল না। (দীর্ঘ নিশ্বাস) হা প্রিয়ে চারুশীলে! আমার বংশধরকে আত্মস্থ কোরে অভিমানে আমাকে ছেড়ে তুমি কোথায় গেলে। (মূর্চ্ছা)

মন্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ, এ শোকের শীঘ্র অপনোদন হওয়া সুকঠিন, ভাই রমণক! শীঘ্র একটু জল দাও। (বিদূষকের জলদান) আমি বাতাস করি। (বীজন)

মাধ। মহারাজ! উঠুন উঠুন।

মন্ত্রী। (স্বগত) মহারাজ যে এ দুস্তর শোকসাগ-রের তরঙ্গ হতে শীঘ্র অব্যাহতি পান, আর এ জীবনে যে সুস্থচিত্তে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন, এ রূপত বিবেচনা হয় না, সান্ত্বনা করিবারও কোন উপায় দেখ চি না। আঃ গৃহিণী ঠাকুরাণী কাল সর্পীস্বরূপা কনিষ্ঠা রাজ্ঞীকে কি কুক্ষণেই রাজগৃহে এনেছেন! এখন তাঁর তীব্রতর বিষদংষ্ট্রায় এত বড় রাজবংশকে জর্জ্জরীভূত কোরে ফেলেছে; তা যা হোক, এখন মহারাজকে একবার সান্ত্বনা কর্ত্তে পাল্লে হয়। দেখা যাক——

রাজা। (সহসা উঠিয়া) হা প্রিয়ে: কোথায় তোমার পুত্র প্রসবের বার্ত্তা শুনে আহ্লাদ প্রকাশ কর্‌ব, কোথায় পুত্রের মুখশশী নিরীক্ষণ কোরে চরিতার্থ হব, না কোথায় তোমার বিরহানলে জন্মের মত দগ্ধ হোয়ে জীবিত রই-

লেম। রে প্রাণ! তুই বড় কঠিন, অমন সুশীলা গর্ভবতী প্রিয়ার বিয়োগ-সংবাদেও তোর বিয়োগ না হোয়ে এখনও এ দেহে বাস কচ্চিস; (ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া) তুই বড় কঠিন—লৌহ অপেক্ষাও কঠিন—বজ্র অপেক্ষাও কঠিন, তা নইলে এখন কেন এ দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ আছিস, বেরবিনে, বেরবিনে, অ্যাঁ কেন বেরবিনে! (সবলে বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া) তুই এখনি বেরো, এই দণ্ডে বের। (পুনঃপতন ও মূর্চ্ছা)

[সকলের যথাযোগ্য রাজসেবা।

মন্ত্রী। সখে রমণক! এখন এত ঘোর বিপদ উপস্থিত, কি করা যায়, (রাজাকে চক্ষুরুন্মীলন করিতে দেখিয়া) মহারাজ! বালকের ন্যায় অত অধৈর্য্য হবেন না, উঠুন।

রাজা। (ক্ষিপ্তপ্রায়) মন্ত্রী! কোথায় উঠবো; উপরে, প্রিয়া কি উপরিভাগে আছেন? তবে আমাকে তথায় ধোরে লোয়ে চল, আমি তোমাকে দশলক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক দেব। (সহসা উঠিয়া) কৈ সোপান যে দেখ্‌তে পাই না।

মাধ। একি! মহারাজ যে ক্ষিপ্তপ্রায় হোলেন দেখ্‌চি?

মন্ত্রী। (রাজাকে উপবেশন করাইয়া) মহারাজ! শান্ত হউন, অমন অবোধের ন্যায় চঞ্চল হওয়া কি আপনার কর্ত্তব্য, আপনি নরপতি, সহস্র সহস্র লোকের

সুখ-দুঃখ আপনার উপরি নির্ভর করে, আপনার কি এরূপ অধৈর্য্য হওয়া শোভা পায়? হিমাচল কি কখন সামান্য বায়ুতে চালিত হয়, আপনিত সংসারের অনিত্যতা বুঝ্তেই পারেন, তবে কেন এরূপ অস্থির হোচ্চেন। এসংসারে কিছুরই স্থায়িত্ব নাই, এখানকার সকলই পরিবর্ত্তনশীল ও ক্ষণভঙ্গুর, এজন্য মহাত্মা পুরুষেরা কখনই শোকমোহে মুগ্ধ হন না। এখানকার সমস্ত ঘটনাই কালের অধিকৃত। নরনাথ! আপনি বিবেচনা কোরে দেখুন, এ সংসারে যারই বৃদ্ধি তারই হ্রাস, যারই উন্নতি তারই পতন, যারই সংযোগ তারই বিয়োগ এবং যারই জন্ম তারই মৃত্যু হোয়ে থাকে। অতএব বিবেচনা কোরে ধৈর্য্যাবলম্বন করুন এবং অবিচলিত চিত্তে পূর্ব্বের ন্যায় রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা কোরে শোক অপনোদন করুন, নতুবা নানা প্রকারে রাজ্যের অমঙ্গল হবার সম্ভাবনা।

রাজা। (রোদন সম্বরণ করিয়া) মন্ত্রিবর, তুমি যা বল্চ সে সকলই সত্য, কিন্তু আমি প্রিয়াবিয়োগে মনকে কোন মতেই স্থির কত্তে পাচ্চিনে এবং এখন কিছু দিন রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করতে পার্‌ব না। তুমি আজ হতে অষ্টাহের নিমিত্ত রাজকার্য্য স্থগিত রাখ। আর নগরে এই শোকসূচক ঘোষণা দাও, যেন এ নগরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই এই অষ্টাহের জন্য স্ব স্ব কার্য্য স্থগিত রেখে জ্যেষ্ঠা মহিষীর এ অপ-

মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করে, আমি এখন গৃহান্তরে চল্লেম।

[রাজার প্রস্থান।

মন্ত্রী। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য। প্রতিহারী তুমি ডঙ্কা লয়ে ত্বরায় নগরে মহারাজের আদেশে এই ঘোষণা প্রচার কোরে দাও। যাও আর বিলম্ব কোরো না, আমিও এখন গৃহে যাই, পাঁচি তুমিও এখন অন্তঃপুরে যাও।

[মাধব্য ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

মাধব্য। (স্বগত) হয়েছে আর কি, আজ আমারই উদরে খাণ্ডবদাহন, কোথা প্রাতঃকাল হোতে মনে কচ্চি যে, মহারাজকে বোলে কোয়ে কোন একটি নতুন রকম ভাল আহারীয় সামগ্রী আয়োজন করিয়ে (উদরে হাত দিয়ে) ভাল কোরে এ ব্রহ্মণ্যদেবকে নিবেদন কোর্ব্বো, তা হতভাগী পাঁচী বেটী সে গুড়ে বালী দিয়ে গেল। (মুখভঙ্গী করিয়া) উঁঃ বেটীর উপর এম্নি রাগ হচ্চে, যে, এখুনি তাকে শালে দি। আরে মলো, বেটী আর খবর খুঁজে পায়নি, আরে যদি অমন একটা কুখবরই শোনাবি, তা একটুকু কি স্থির হতে নেই, ভাল রাজা আগে এই ব্রাহ্মণটিকে ভোজন করান ও নিজেও আহারান্তে স্থির হোন তারপরেই না হয় বল্। তানা বেটী, আগে ভাগে তাড়াতাড়ী বল্তে এসেছে। কেন রে মাগী, একি রাজার বেটা হয়েছে যে তাড়াতাড়ী খবর দিয়ে

শাল দোশালা পাবি। হুঁঃ! বেটী আজ সব নষ্ট কল্লে। তা যা হবার তা হয়েছে, এখন এ গরিবের উপায় কি? আজত নিতান্তই ব্রহ্মহত্যা দেখ্‌চি, রাজবাড়ীতেত আজ কেবল গোলযোগের ব্যাপার। তাতে আবার এখানকার ঘুসখোর পাচক বেটারা ঘুস না পেলে কথাই কয় না। হাতেও কিছু নাই যে, বেটাদের দিয়ে ব্রহ্মণ্য-দেবকে শীতল করি। আর থাক্‌বেই বা কি, যা কিছু পাই, তাত মাস না যেতে যেতে সকলই উদরায় স্বাহা করি, আমার বাড়ী কখন অতিথ কাঙ্গাল যায় না, অতিথ কাঙ্গালের কথা কি বল্‌চি, স্বয়ং গৃহিণীকেই যার মাসের মধ্যে ষোলটা করে নির্জ্জলা একাদশী ব্রতে দীক্ষিত হতে হয়। কি ভাগ্যি যে, সময়ে সময়ে রাজার সঙ্গে একত্রে বোসে আহার কর্ত্তে পাই, তাই রক্ষা, (আহ্লাদে) শর্ম্মাও কম নন, রাজার সঙ্গে খেতে খেতে রাজভোগের উপরই ভাগ বসান। আর নিজের পাতেরত কথাই নাই, পিঁপ্‌ড়েট পর্য্যন্ত কেঁদে পালায়, তাই মোটামুটী এক রকম উদরপূর্ত্তি হয়, তা না হলে এত দিনে আমার দফাই রফা হয়েছিল আর কি। সে যা হক, (চিন্তা করিয়া) এখন করি কি, যাই বা কোথায়, রাজা যেরূপ ঢেড়া দিতে হুকুম দিলেন তাতেত কিছুদিনের মত এখন এনগর হতে ফলার মচ্ছবের নামগন্ধও রইল না। (স্মরণ করিয়া) হাঁ হাঁ স্মরণ হয়েছে, আজ না হেবো পাটুনির ছেলে পেঁচো বাপের সপিণ্ডীকরণ কর্‌বে। (মুখ বিকৃতি করিয়া) কিন্তু তাতে আর কি হবে, কেবল চিঁড়ে

দই ফলার বৈত নয়, এ রাজভোগ মোহনভোগ উপ-ভোগের পর কি আর ও সব ভোগ ভাল লাগে, ও সব কেবল কর্ম্মভোগ বোধ হয়। আঃ বড় মিথ্যে নয়। আ-মাদের মত লোকের ভোগীর সংসর্গ করা অতি ভয়ানক, ভোগীদের কি, তাঁরাত গাছে চড়িয়ে তফাৎ হন, শেষ রক্ষা করে কে। তা যা হক, এখানে ও সব মিছে ভাবনা আর ভাব্‌লেই বা কি হবে, এখন যাওয়া যাক্, ফলারের চেষ্টা করা যাক্‌গে, দেখি, বিধি আজ কি অদৃষ্টে মেপেচেন।

[প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মিথিলা—রাজপথ।

(হরিদাস ও রামদাসের প্রবেশ।)

হরি। কি হে! রামদাস যে, তবে আছত ভাল।

রাম। হাঁ ভাই, আমি আছি ভাল, কিন্তু দেশে বড় জ্বরের প্রাদুর্ভাব, অনেক লোক মারা যাচ্চে।

হরি। কবে আশা হলো।

রাম। গত রাত্রে এখানে এসেছি। এখানকারত সব কুশল।

হরি। হাঁ, আর আর সকলই কুশল বটে, কিন্তু রাজবাড়ীর বড় বিপদ্।

রাম। কেন, কি হয়েছে?

হরি। তুমি কি নগরের ঘোষণা শোননি?

রাম। কৈ না, আমিত কিছুই শুনি নাই।

(নেপথ্যে ডিম্‌ডিম্ শব্দ।)

ও কি, বাজ্‌না কিসের?

হরি। বাজ্‌না নয়, ডিম্‌ডিম্ শব্দ। জ্যেষ্ঠা রাজ-মহিষী সসত্ত্বাবস্থায় পিত্রালয়ে যাবার সময় জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন, এজন্য মহারাজের আদেশে অষ্টাহ কাল সর্ব্বসাধারণ ও প্রজাগণকে কর্ম্মকাজ রহিত কোরে মহারাজের শোকের সহায়তা কোত্তে হবে; তাই ঐ ডিম্‌ডিম্ শব্দে নগরবাসিগণকে বিজ্ঞাপন করা হচ্চে।

রাম। (সচকিত হইয়া) অ্যাঁ! বড়রাণী জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন, আহা কি দুঃখ, কি দুঃখ! তা ভাই তিনি কি জন্য আত্মহত্যা কল্লেন, আর এ সসত্ত্বাবস্থায় কেনই বা তিনি পিত্রালয়ে যাচ্ছিলেন রাজবংশেরত এরূপ প্রথা নয়।

হরি। হাঁ, প্রথা নয় সত্য, কিন্তু কি করেন, সাধ কোরে কি আর যাচ্ছিলেন, ছোটরাণীর মুখের জ্বালায়ত আর রাজবাড়ীতে কার টেক্‌বার যো নাই।

রাম। তা সে যা হোক্, রাজা কি জান্‌তেন না যে, সসত্ত্বাবস্থায় স্ত্রীলোকের নৌকারোহণে যাতায়াত কর্‌তে নাই?

হরি। ওরে মাগী! পাটের সাড়ীত তুচ্ছ বিষয়, কিন্তু এ কত তপস্যার ফল তা জানিস্? পাটের সাড়ীত রাজার কাছে যখন খুসী চাইলেই পাবি।

বামা। হাঁ তা ঠিক কথা, আহা! যারা ছেলে কামনা করে তাদের ঘরে ভগবান্ ছেলে দেন না; কিন্তু যেখানে পোড়া ছেলে খেতে পায় না, সেইখানে গণ্ডা গণ্ডা ছেলে হয়। মশায়! তা এখন যাই, অনেক কর্ম্ম-কাজ আছে।

হরি। আচ্ছা বাছা! তবে এখন এস।

[বামার প্রস্থান।

হরি। রাম! তবে চল এখন আমরাও যাই, অনেক বেলা হোল, আহারাদি করা যাগ্‌গে, তবে এক একবার আমার সহিত অবকাশ মত দেখা কোরো।

রাম। আচ্ছা, তবে এখন চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মিথিলা—মন্ত্রীর অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।

(বৃক্ষতলে মধুমতী বিষণ্ণভাবে বামকরে কপোল বিন্যাস করিয়া আসীন।)

(জ্ঞানদা ও প্রমদার প্রবেশ।)

জ্ঞানদা। ওমা, একি! সখী যে এখানে একাকিনী

বোসে, আমরা তোমাকে অন্বেষণ কোরে বেড়াচ্চি? তুমি ভাই, এরূপ বিমর্ষ ভাবে বোসে কেন? (প্রমদার প্রতি) হাঁ ভাই, প্রমোদ! এইত প্রাতঃকালে তিন জনে মালিনী নদীতে স্নান কোরে এলেম; তা এর মধ্যে প্রিয়সখীর আবার কি হোলো।

প্রমদা। তাইত ভাই! (মধুমতীর প্রতি) সখি! তোমার কি হয়েছে ভাই, আমরা কি তোমার কোন অপরাধ করেছি, (কিঞ্চিৎপরে) বল না, কথা কচ্চ না যে, আমাদের সঙ্গে, কি কথা কবে না? তবে এখন আমরা যাই, আর থেকে কি কর্‌ব। (গমনোদ্যত।)

মধু। না সখি! আমাকে একাকিনী ফেলে যেও না।

প্রমদা। তবে ভাই বিষণ্ণবদনে কি ভাব্‌ছিলে তা বল?

মধু। কৈ ভাই, আমি কিছুই ভাবি নাই, বসন্ত সমাগমে উদ্যানের অপূর্ব্ব শোভা এক মনে দর্শন কর্‌ছিলেম।

জ্ঞানদা। সখি! আমরাত আর কচী খুঁকী নই, যে যা তা বোলে বোঝাবে, তা আমাদের কাছে আর কেন মিছে ভাঁড়াচ্চ, তবে কি আমাদের ভিন্ন ভাব?

মধু। কেন ভাই এতে আমার ভিন্ন ভাব কি দেখ্‌লে?

প্রমদা। তবে ভাই, যথার্থ বল না, কি ভাবছিলে।

মধু। সখি, এখন আমার অত্যন্ত ক্লেশ হোচ্চে, তাই এখন কিছু বল্‌তে পারিনে, পরে বল্‌ব।

জ্ঞানদা। (প্রমদার প্রতি) ভাল প্রিয়সখীর হঠাৎ এরূপ ভাবান্তরের কারণ কি?

প্রমদা। (চিন্তা করিয়া) সখি! বুঝেছি, বুঝি তাই হবে, মালিনী নদীতে স্নান কর্‌তে গিয়ে প্রিয়সখী বুঝি সেই নবীন তাপসকে দেখে মদনবাণে আহত হয়ে এরূপ বিষণ্ণ হয়েছেন।

জ্ঞানদা। সখি! তা হতেও পারে, একে আমাদের প্রিয়সখীর নবযৌবন, তাতে আবার সে তাপস কত ছলকলই জানে, বোধ হয় প্রিয়সখী তাঁর জন্য এই বিকার প্রাপ্ত হয়েছেন। তা যদি যথার্থই হয়ে থাকে, তবেত এই বিকারের ঔষধ পাওয়া গেছে, ভাল. দেখাই যাক্। (প্রকারান্তরে মধুমতীর প্রতি) সখি, ভাই, আজ সেই মালিনী নদীর তীরে কেমন একটি পরম সুন্দর তাপস-তনয় দেখেছ, আহা ভাই, তিনি যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প।

মধু। (আত্মগত) সেই কন্দর্প ঠাকুরটিইত আমার এই রূপ অবস্থার কারণ, তাঁরি নয়নবাণে আমি এখন আহত হয়ে এরূপ বিকারগ্রস্ত হয়েচি।

জ্ঞানদা। সখি, কৈ উত্তর দাও না যে?

মধু। কৈ ভাই, আমিত কোন তাপসকেই সেখানে দেখি নাই, (আত্মগত) তিনিত মালিনী নদীর তটে নাই, আমারই মানস-সরোবরের কূলে রয়েছেন।

প্রমদা। (জনান্তিকে) ওলো জ্ঞানদা! অমন কোরে কি মনের কথা টের পাবি, চল প্রকারান্তরে ঐ বৃক্ষের আড়ালে গিয়ে শুনি, ওঁর মনের কথা ওঁর আপনার মুখে এখনি আপনিই বেরবে। ঐ দেখ, "আমি কোন তাপসকে সেখানে দেখিনি" বোলে, আপনা আপনি কি একটা বলা হোল।

জ্ঞানদা। (জনান্তিকে) হাঁ ভাই, ঠিক্ বলেছিস্, তবে চলত আমরা ঐ বকুল গাছের কাছে মাধবী লতার বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনিগে। (প্রকাশে) আয় ভাই প্রমদ, আমরা ঐ দিকের গাছ থেকে ফুল তুলে তুছড়া মালা গাঁথিগে।

প্রমদা। হাঁ ভাই, বেশ বলেছিস্ চল যাই।

(উভয়ের গুপ্তভাবে অবস্থিতি)

মধু। (স্বগত) তাইত, মন, তুমি সেই তাপস-তনয়কে দেখে এত চঞ্চল কেন হলে? তুমি কি মূঢ়, পাত্রাপাত্র বিবেচনা না কোরে কেন সেই তপো-নিধান মুনিকুমারকে চিত্ত সমর্পণ কল্লে? তাঁরা তপ-স্যায় কালাতিপাত করেন; অমূল্য প্রণয়রত্নের কি ধার ধারেন! (চিন্তা করিয়া) না, বোধ হয় তিনি তাপস না হবেন, তাপসেরাত পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। কিন্তু তিনি আমার প্রতি অনিমিষনয়নে যেরূপে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ কোরে আমার চিত্তকে এত চঞ্চল করেছেন, তাতে কোরে তিনি যে তাপস, এরূপত কখনই বোধ হয় না। হয়ত ক্রোধান্ধ

চন্দ্রচূড়কে প্রসন্ন কর্‌বার মানসে স্বয়ং কন্দর্প তপস্বীর বেশ ধারণ করেছেন। নতুবা এরূপ লোকাতীত সৌন্দর্য্য ও সৌকুমার্য্য কি মনুষ্যে সম্ভবে? অথবা কুলকন্যাদিগের চিত্তপরীক্ষার মানসে কোন দেবতা ছদ্মবেশে এই মর্ত্ত্যলোকে পরিভ্রমণ কচ্চেন।

জ্ঞানদা। (জনান্তিকে) ওলো প্রমদা! যা ভেবেছিলেম তাই হয়েছে, উনি সেই তাপসকে দেখেই ঐ রূপ হয়েছেন।

প্রমদা। (ঐ) আমিও ভাই ওঁয়াকে হঠাৎ বিষণ্ণ হতে দেখে মনে মনে তাই ভেবেছিলুম। তা এখন উপায়?

জ্ঞানদা। (ঐ) চুপ্ কর ঐ আবার কি বল্‌চেন শুনি, উপায় এর পর দেখা যাবে, এখন, রোগত নির্ণয় হল।

মধু। (স্বগত) আমিত সেই মনোচোর তাপসের বিষয় কিছুই স্থির কর্ত্তে পাচ্চিনে। ভাল সখীদের কাছে মনের কথা না বোলে ভাল করিনি। (চিন্তা করিয়া) না না ভালই হয়েছে, ওরা এ সব জান্তে পাল্লে আমাকে অতি হেয়জ্ঞান কোর্ত্তো, আর মার কাছে সব বোলে দিত, ছি! ছি! কি লজ্জা! একথা মাই বা শুনে কি মনে কোত্তেন। (দীর্ঘনিঃশ্বাস।) ভাল, আমিই কেন সেই অপরিচিত তাপসের প্রতি একবার নেত্রপাত কোরেই এত অনুরাগিণী হলেম? কৈ, তাঁর মনত আমার মত হয়নি, তা হোলে কি তিনি আমায় না দেখে স্থির থাক্‌তেন (চিন্তা করিয়া)

তাই বা কেমন কোরে জান্‌ব, যদি আমার মত মিলনের নিমিত্ত অস্থিরই হয়ে থাকেন ?——

ঝিঝিট, ঠুংরি।

হায় হায় কি হোল আমারে।
মরি মরি কি হোল আমারে।
ধৈরজ ধরিতে নারি নয়নে না হেরে তাঁরে।
না জানি কি মায়া ধরি, অনঙ্গ এ অঙ্গ ধরি,
কটাক্ষেতে মন হরি, মজায় প্রেম পারাবারে।
মন পরিহরি তবে, কেমনে রহিব ভবে,
মন ত্যজি শুধু প্রাণে, কি ফল আর এসংসারে ॥

জ্ঞানদা। আয় ভাই ! আর এখানে থাক্‌বার প্রয়োজন কি ? একবার সখীর কাছে গিয়ে বামাল শুদ্ধ ধোরে দেখাই।

প্রমদা। বেশ বল্‌ছ ভাই ? চল তবে যাই।

(উভয়ে সম্মুখে আসিয়া)

উভয়ে। কেমন সখি ! এই বারত ধরা পড়েছ।

মধু। কি, ভাই, কি ?

জ্ঞানদা। আর, কি ভাই, তবে নাকি তুমি কোন তাপসকে দেখ নাই ? এখন তবে কার বিষয় গুণ গুণ কোরে বোল্‌ছিলে, আর আক্ষেপ কোচ্ছিলে ?

মধু। কৈ ! আমিত কারুর নিমিত্ত আক্ষেপ করিনি ?

প্রমদা। ওলো জ্ঞানদা, প্রিয় সখীর আমাদের "হাতে দৈ পাতে দৈ, তবু বলেন কৈ কৈ, ওঁর আর "কৈ" ঘুচ্‌লোনা।

জ্ঞানদা। সখি! এখন তোমার "কৈ" ঘুচিইয়ে রাখ, আর মিছে ভাঁড়িয়ে আপনা আপনি কষ্ট পাবার আবশ্যক কি? আমরা ঐ বকুল গাছের কাছে মাধবী-বেড়ার পাশ থেকে তোমার মনের কথা সব শুনেঁছি। আমাদের নিকট গোপন কর্‌লে কি তোমার কোন প্রতীকার হবে?

মধু। সখি! তোমাদের নিকট আমারত কোন বিষয়ই গোপন নাই। যথার্থ কথা বল্‌তে কি? সেই মুনিকুমারকে (লজ্জায় নম্রমুখী।)

প্রমদা। সখি! বল না, আবার থাম্‌লে কেন? ছি আমাদের কাছে লজ্জা কি?

মধু। সখি! সেই, ঋষিতনয়কে দেখে আমার মন বড় চঞ্চল হয়েছে।

প্রমদা। তবে ভাই, এতক্ষণ বোলে ফেল্লেইত হোত, চেপে রাখ্‌বার আবশ্যক কি ছিল? আমরা কি আর তোমার অংশ নিতেম।

মধু। সখি! এখন অংশ নেওয়া কেবল দুঃখভাগিনী হওয়া মাত্র।

প্রমদা। প্রিয়সখি! আমরা তোমার সুখের সুখী, দুঃখের দুখী, আমরা এখন তোমার অংশ নিলে তোমার মনোবেদনার অনেক লাঘব হবে।

মধু। সখি! এখন যা ভাল বোঝ, কর। আমার এ যাতনা আর সহ্য হয় না; এখন আমার প্রাণ গেলেই বাঁচি।

প্রমদা। (জ্ঞানদার প্রতি) সখি! দেখেছ, প্রিয়-সখীর এক দিনেই মুখ কত মলিন হয়েছে, ত্বরায় এর একটা প্রতিকার করা উচিত, নতুবা একটা অনর্থ ঘট-বার সম্ভাবনা।

জ্ঞানদা। সখি! যথার্থ কথাই বোলেছ; কিন্তু কি উপায়ই বা করি, তিনি হোলেন তাপস, তাপসেরা স্বভাব-তই রোষ পরবশ; পাছে প্রণয়ের প্রসঙ্গ কর্‌লে কুপিত হয়ে অভিসম্পাত করেন, এই আশঙ্কা করি।

প্রমদা। সখি! সে আশঙ্কা পরিত্যাগ কর, তুমি কি তখন লক্ষ্য কর নাই, যে সেই যুবাও আমাদের প্রিয়-সখীর প্রতি প্রীতিনয়নে বারম্বার দৃষ্টিপাত কোরে-ছিলেন।

জ্ঞানদা। না, সখি! আমি অত লক্ষ্য করি নাই।

প্রমদা। সখি! তাঁরও তখনকার আকার-গত ভাব বিশেষ রূপে লক্ষ্য কোরে জেনেছিলেম, যে তিনিও আমাদের সখীর প্রণয়ানুরাগী হয়েছেন।

জ্ঞানদা। তবেত সখি, এর সদুপায় হয়ে-ইছে।

প্রমদা। কি সদুপায় স্থির করেছ?

জ্ঞানদা। কেন, প্রিয়সখী কেন তাঁকে একখানি প্রণয়-পত্রিকা লিখুন্ না?

প্রমদা। ভাল, পত্রিকাই যেন লিখ্‌লেম, দেবার উপায় কি?

জ্ঞানদা। কেন, আমরা সেই তপোবনে তাহা পুষ্পমধ্যগত কোরে তাপস-পূজার মানসে পুষ্পাঞ্জলিদান-চ্ছলে তাঁকে অর্পণ কর্‌ব।

প্রমদা। সখি! হঁা বেশ যুক্তি করেছ, তবে এখন প্রিয়সখীর মত্ লও। (মধুমতীর প্রতি) প্রিয়সখি! কি বল, তোমারত এতে মত আছে? (মধুমতীকে নিরুত্তরে চিন্তা করিতে দেখিয়া জ্ঞানদার প্রতি) দেখেছ ভাই জ্ঞানদা, প্রিয়সখী কি গাঢ় চিন্তায় নিমগ্না হয়ে বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়েছেন।

জ্ঞানদা। দাঁড়াও সখি! আমি দেখ্‌চি, (মধুমতীর চিবুক ধারণ করিয়া) সখি! দেখ কে এসেছে।

মধু। (সচকিত হইয়া) কৈ সখি! কে, আমিত তোমাদের দুইজন ভিন্ন আর কারেও দেখ্‌চি না।

জ্ঞানদা। সখি! তোমাকে গাঢ় চিন্তায় চিন্তিত দেখে, ঐরূপে পরিহাস কচ্চি, কিছু মনে কোর না।

মধু। না কিছু মনে কর্‌ব না, কিন্তু ভাই এই কি পরিহাসের সময়?

প্রমদা। প্রিয়সখি! তোমার সেই মনোচোর তাপসকুমারের সঙ্গে তোমার মিলনের একটি সদুপায় স্থির করেছি।

মধু। সখি কি সদুপায়?

প্রমদা। সখি! তোমার সেই তাপসকুমারকে একখানি প্রণয়-পত্রিকা লিখ্তে হবে।

মধু। সে কি সখি! আমি তা কেমন কোরে লিখ্ব? তিনি কি মনে কোর্বেন; ওমা! ছি ছি! কি লজ্জার কথা, তাও কি হয়?

জ্ঞানদা। তা না কোর্লে হবে কেন? একি "পেটে খিদে মুখে লাজ?"

মধু। ভাল, পত্রই যেন লিখলেম, কিন্তু আমরাত কেহই তাঁর বিষয় বিশেষ অবগত নই, তবে পত্র প্রদানের উপায়?

জ্ঞানদা। সখি! সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই, তার সদুপায় আমরা কর্ব, তুমি এখন আপনি এক পত্র রচনা কর দেখি?

মধু। সখি! আমার চিত্তের এখন কিছুই স্থিরতা নাই, বরং তোমরা দুজনে রচনা কর, আমি তাতে স্বাক্ষর কর্ব এখন।

প্রমদা। (হাস্য করিয়া) সখি! তা যেন কল্লেন, কিন্তু আমাদের পরিশ্রমের কি পুরস্কার দেবে, তা আগে বল।

মধু। সখি! মধুমতীর এমন কি অমূল্য ধন আছে, যে তোমাদের দিতে কাতর?

প্রমদা। সখি! তবে কিছুই দিতে কাতর নও দেখ, ভাল কোরে বিবেচনা কোরে বল; এর পরে যেন কথার অন্যথা না হয়?

মধু। না সখি, তার আর অন্যথা হবে না।

প্রমদা। তবে আমরা লিখি?

মধু। কিসে লিখবে ভাই, এখানে লেখ্‌বারত কোন উপকরণ নাই?

জ্ঞানদা। এই যে আমি এখনি সব এনে প্রস্তুত কোরে দিচ্চি, তার জন্য আর চিন্তা কি?

প্রমদা। হাঁ সখি! শীঘ্র আনত।

জ্ঞানদা। এই নিয়ে এলেম বোলে।

[জ্ঞানদার প্রস্থান।

মধু। সখি! এ পত্রে কি কোন ফল দর্শাবে?

প্রমদা। দেখাই যাক না কেন, কি হয়?

(মসীভাজনাদি লইয়া জ্ঞানদার পুনঃপ্রবেশ।)

জ্ঞানদা। নাও ভাই, এই সব এনেছি।

মধু। দেখ ভাই, খুব ভাল কোরে লিখ।

প্রমদা। এখন আমাদের হাতযশ আর তোমার কপাল, চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না। হাঁ এই যে হয়েছে, তা একবার শোন দেখি। (পাঠ)

হে তাপসকুমার!

" মালিনী তটে আপনাকে দর্শনাবধি আমার মন আপনাতে অনুরাগিণী হইয়াছে, তদবধি দিনযামিনী আপনার সেই মোহনমূর্ত্তি ধ্যান করিতেছি, কিন্তু তাহা সুখ-কর না হইয়া অহরহ বিষের ন্যায় জর্জ্জরীভূত করিতেছে, অতএব এ রোগের

আপনি একমাত্র ভেষজ, কৃপা করিয়া এ দাসীরে প্রাণদান দিয়া চিরকাল দাসীর ন্যায় পরিগণিত করিবেন, ইহা শ্রীচরণে নিবেদন।

প্রমদা। কেমন হয়েছে সখি?

মধু। সখি! কেমন হয়েছে আবার জিজ্ঞাসা কোচ্চ? মনোমতই হয়েছে।

(বিমলার প্রবেশ।)

বিমলা। ও জ্ঞানদা! তোমরা সন্ধ্যার সময় এখানে কি কোচ্চ? ঘরে এস, ক্রমে অন্ধকার হোয়ে এল, এখন নির্জ্জন স্থানে থাকতে ভয় হয় না?

জ্ঞানদা। মা! আমরা আপনার মনে গল্প কচ্ছিলাম, রজনী আগত প্রায়, তা জান্‌তে পারি নি।

বিমলা। ওমা মধুমতি! আজ তোমার মুখ খানি শুক্‌ন শুক্‌ন দেখ্‌চি কেন মা? কোন অসুখত হয়নি, আমি পরিচারিকার মুখে শুনলেম, আজ তোমার ভাল কোরে খাওয়া পর্য্যন্ত হয় নাই।

মধু। না মা, আমার অন্য কিছুই অসুখ হয় নাই, তবে কেবল ক্ষুধা ছিল না বোলে খেতে পারি নাই।

বিমলা। (মধুমতীকে মুক্তকেশা দেখিয়া সচকিতে) ওমা! আজ চুল্ পর্য্যন্ত যে বাঁধ নাই, মাথার চুল সব এলো থেলো হোয়ে রয়েছে কেন? অন্য দিনত বেলাবেলি চুল বাঁধ, কাপড় ছাড়, গহনা পর, জল খাও, তা আজ এসব কর নাই কেন? কেউ কিছু কি তোমায় বোলেছে?

মধু। (ইষৎ হাস্যে) না মা, আমায় কে, কি বল্‌বে? আজ মালিনী নদীতে স্নান করেছি, চুল গুল বিকেল অবধি ভাল শুকয়নি, তাই আর আজ বাঁধাও হয়নি।

বিমলা। তবে এখন ঘরে এস, রাত হয়েছে, কাপড় চোপড় ছেড়ে জল খাওসে।

মধু। আপনি অগ্রসর হন, আমরা পশ্চাতে যাচ্চি।

বিমলা। তবে আর অধিক হিম লাগিও না। আমি এখন চল্লেম।

[বিমলার প্রস্থান।

মধু। সখি! পত্র দেবার সময় প্রথমে তাঁর মন পরীক্ষা কোরে দিও, নইলে শেষে যেন হাস্যাস্পদ হোতে না হয়।

জ্ঞানদা। সে জন্যে তোমার কোন চিন্তা নাই।

মধু। তবে সখি! এখন চল, এখানেত আর অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, ঘরে গিয়ে স্বাক্ষর কর্‌ব, কি বল?

প্রমদা। হাঁ তাই ভাল, চল, যাওয়া যাক্।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

মালিনী নদীতীরস্থ তপোবন।

লতামণ্ডপস্থ শিলাতলে সচিন্তিত রতিকান্ত আসীন।

(সপুষ্প সাজী হস্তে অন্য দিক দিয়া জ্ঞানদার প্রবেশ।)

জ্ঞানদা। (ইতস্ততঃ দেখিয়া স্বগত) এইত সেই মালিনী নদীতীরস্থ তপোবন, এই স্থানে সেই যুবা তাপস আমার সখীর চিত্ত হরণ কোরেছেন, তা কৈ, তিনি কোথায়? তাঁরে যে এখানে দেখ্‌চি না? বোধ হয় এর অভ্যন্তরে থাকতে পারেন? তা দেখা যাক্, (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) আহা! কি মনোহর স্থান, এখানে প্রবেশ মাত্র শরীর পবিত্র, মন আনন্দিত ও নয়ন পরিতৃপ্ত হোল; তরু ও লতা সকল কুসুমিত ও ফলভরে অবনত হয়ে, যেন তার সৌন্দর্য্যবিধায়ক বসন্তকে প্রণিপাত কোচ্চে। এখানকার কুসুম গন্ধে দিক্ সকল আমোদিত কোচ্চে; মধুকরগণ ঝঙ্কার কোরে এক পুষ্প হতে পুষ্পান্তরে বোসে আনন্দে মধুপান কোচ্চে; নানাবিধ বৃক্ষ ও লতার সংযোগে মধ্যে মধ্যে যেন মনোহর পর্ণগৃহ নির্ম্মিত হোয়ে আতপ-তাপিত আগন্তুক পথিকগণকে শ্রান্তিদূর করণার্থ আশ্রয় নিতে আহ্বান কোচ্চে; এর মধ্যে দিনকরের খর কর একেবারেই প্রবেশ কোর্ত্তে পারে না। আর স্থানে স্থানে

মহর্ষিগণের যজ্ঞধূমে বৃক্ষপল্লব সকল মলিন হোয়ে রয়েছে ; আর কোথাও বা মৃগযুথ অকুতোভয়ে ইতস্ততঃ বিচরণ কচ্চে, ময়ূর ময়ূরী সকল আহ্লাদে পুচ্ছ বিস্তার কোরে নৃত্য কচ্চে, হিংসা দ্বেষ ক্রোধাদি কিছুই এখানে নাই, বোধ হয়, যেন তারা তাপস-ভয়ে ভীত হোয়ে লোকালয় আশ্রয় করেছে ; যা হোক! তপোবনের শোভাত প্রায় সকলি দেখ্‌লেম, কিন্তু যাঁদের প্রভাবে এ সকল শোভা, তাঁদের যে কাকেও দেখি না, এর কারণ? বিশেষতঃ আমার প্রিয়সখীর মনোচোর তাপস কোথায়? তাঁরা সকলে কি কর্ম্মান্তরে গিয়েছেন, অথবা এ পাপীয়সীর প্রবেশ হেতু অপবিত্র জ্ঞানে এমন পবিত্র শান্তরসাস্পদ আশ্রম পরিত্যাগ করেছেন? কিম্বা হয়তো তাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁদের পুণ্যময় পবিত্র দেহ এ পাপচক্ষুঃ দেখিতে অক্ষম? হাঁ, তাও হোতে পারে? (চিন্তা)

রতি। (স্বগত) তাইত, আমার মন যে অতিশয় চঞ্চল হোলো, আমি শান্তরসাস্পদ তাপস-তনয় হোয়ে, কল্য মালিনী-নদীতে সেই মোহিনী মূর্ত্তি দেখে যে একেবারে বিকলেন্দ্রিয় হোলেম। ছি ছি! এত দেখ্‌চি আমার তপোবন-বিরুদ্ধাচরণ করা হোচ্চে ; আর এ সমস্ত অবগত হোলে মহর্ষি জ্ঞানাচার্য্যই বা কি মনে কর্‌বেন। দূর কর, ও সকল আর মনে করব না ; ভাল, আমি যেন সেই অপরিচিত তরুণীর প্রতি এত অনুরক্ত হলেম, তিনি কি আমার প্রতি

তত অনুরাগিণী হবেন? যদি না হন, তবে আমি মিছে কেন তাঁর জন্য ভেবে মরি। (চিন্তা করিয়া) কিন্তু তিনি স্নান কোরে সখী সঙ্গে ফিরে যাবার সময়ে চরণে কুশাঘাতের ছলে ক্ষণে ক্ষণে গমনে বিরত হোয়ে সেই প্রীতিপূর্ণ মৃগলাঞ্ছন নয়নে পুনঃ পুনঃ আমার প্রতি যেরূপ কটাক্ষ বিক্ষেপ কোরেছিলেন, তাইতে বোধ হয় যে, তিনিও আমার প্রতি অনুরাগিণী হোয়ে থাকবেন, কিন্তু তাও বলি, তাহোলেত তিনি অবশ্যই আমার তত্ত্ব কোর্ত্তেন। (চিন্তার পর) না না, তাই বা কেমন কোরে সম্ভবে; তিনি অবলা, তাঁরত লজ্জা ভয় আছে, আর তাঁকে যেরূপ অলঙ্কার পরিহিত ও সহচরী পরিবৃত হইয়া স্নানে আসতে দেখলেম, আর তাঁর যেরূপ লাবণ্য, তাতে বোধ হয়, তিনি এই নিকটস্থ কোন রাজ-কন্যা বা কোন মহদ্বংশসম্ভূতা হবেন। সুতরাং তিনি শাসনভয়ে কখনই একার্য্য কোর্ত্তে পারেন না। ফলে যা হক, তাঁকে পাবার বা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার আর কোন উপায়ই নাই। (চিন্তা করিয়া) তাইত, একবার মনে করি যে, আর ভাব্‌ব না। আবার অমনি কে যেন তাঁর সেই সর্ব্বসুলক্ষণসম্পান্ন মোহন মূর্ত্তি খানি আমার মানস-পটে চিত্রিত কোরে দিয়ে, চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত করে।

জ্ঞানদা। (স্বরলক্ষ্য করিয়া স্বগত) অ্যাঃ ঐ, না কে ওদিকে কি কথা কচ্চে, বোধ হয় আমার প্রিয়সখীর সেই মনোচোরই বা হবেন? ভাল দেখাই

যাক না। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) ও মা! এমন রূপত কখন দেখিনি। আহা হা! কি মনোহর লাবণ্য! বোধ হয় ইনিই নয়নবাণ দ্বারা আমার প্রিয়সখীর হৃদয় ভেদ কোরে তাঁর চিত্ত চুরী কোরে এনেছেন। হাঁ, হোতে পারে, এঁর নয়নবাণ অবলার হৃদয় ভেদ কোর্ত্তে বিলক্ষণ পটু দেখ্‌চি।

রাগিণী বেহাগ, তাল আড়া।

আমরি বিজনে কেবা মুদিত নয়নে বসি।
গগণ চাঁদতো আছে জানি এজন কি গহনশশী।
গগণের সুধাকর, সে সদা কলঙ্কধর,
অকলঙ্ক নিশাকর, কোথা হোতে পড়িল খসি।
কিবা হবে এ কুমার, কিবা হবে সেই মার,
ধ্যানে বোসেছেন বুঝি প্রেম আরাধনে—
এ ভাব হেরে আমার, চরণ না চলে আর,
ধন্য সেই রসবতী এঁর প্রিয়া যে রূপসী॥

ভাল, উনি কি বল্‌চেন, তা এই বৃক্ষের অন্তরাল হোতে শোনাই যাক না কেন? (বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি)

রতি। (স্বগত) রে অনঙ্গ! তুইত এই সব অনর্থের মূলাধার, তোর শর স্বরূপ সেই রমণীরত্নের মোহন মূর্ত্তি আমার নয়নপথদ্বারা প্রবেশিত করিয়া আমার

হৃদয় ভেদ কচ্ছে, তুই যে সামান্য মানবের ন্যায় আমারও অন্তঃকরণ ব্যাকুলিত কচ্চিস্! তোর তপোবন-বিরুদ্ধাচরণের কিছু মাত্র ভয় দেখ্চি না; তুই কি জানিস না যে, তাপসেরা ঊর্দ্ধরেতা, জিতেন্দ্রিয়, তবে কি সাহসে মুনিকুমারের হৃদয়রাজ্য আক্রমণে উদ্যত হোয়েছিস? আমাকে কি তরুণ জ্ঞানে এই তপোবন পর্য্যন্ত আপনার প্রভাব বিস্তার কোর্ত্তে এসেছিস! রে পামর! তোর অনঙ্গ নামের কারণ তুই কি এত শীঘ্রই বিস্মৃত হোয়ে গেলি? হরকোপানলে ভস্ম হোয়ে তোর অনঙ্গ নাম হোয়েছে, এবার আমি তোর সে নাম পর্য্যন্ত জগৎ হোতে বিলুপ্ত কর্‌ব। এবার রতিকে চিরজীবনের জন্য পতিশোকে আকুল কর্‌ব। যদি মঙ্গল চাস্, এখনিই স্বস্থানে প্রস্থান কর। (চিন্তা)

জ্ঞানদা। (স্বগত) ইনি যে আমার প্রিয়সখীর জন্য এরূপ ব্যাকুল হোয়েছেন তার আর সন্দেহ কি! আমার সখীর ন্যায় তবে ইনিও চঞ্চল হোয়েছেন, ভাল, এ অতি আহ্লাদের বিষয়, এতে এঁদের উভয়ের মিলন হওয়াই সম্ভব, কিন্তু তাই বোলে এখনিই এঁর সম্মুখে যাওয়া ভাল হয় না, অনঙ্গের প্রতি এঁর এরূপ তিরস্কারে আমার মনোমধ্যে কিঞ্চিৎ ভয়ের সঞ্চার হোচ্চে, কি জানি, অনঙ্গের প্রতি এঁর যে কোপ, পাছে সেই কোপ আমার প্রতি পড়ে, তা হোলেত সকলই নষ্ট হবার সম্ভাবনা, উদর বোঝা বুধোর ঘাড়ে পড়্লেইত গিইছি।

রতি। (স্বগত) উঃ। যৌবন কি বিষম কাল, এ সময়ে মুনিগণের মনও কন্দর্পের বশীভূত হয়। সেই তরুণীকে দর্শনাবধি মন আর কিছুতেই শান্ত হোচ্চে না, তাঁর সহিত মিলন ভিন্ন শান্ত হবারত কোন উপায়ই দেখ্‌চি না, দিন দিনত প্রেমভাব কেবল প্রবলই হোচ্চে! এখন কি করি; কি রূপেই বা তাঁর সহ মিলনান্তে সুস্থ হই; তিনিত অপরিচিত কুলবালা, তাঁর কুলশীল আমি কিছুই অবগত নহি, তবে মিলনই বা কি প্রকারে হোতে পারে?

জ্ঞানদা। (স্বগত) আমার কামনা এখন সিদ্ধ করবার উপায়ত হোয়েছে, যখন অনঙ্গকে তিরস্কারের পর মিলনের জন্য আক্ষেপ কর্‌লেন, তখন আমার আর ভয় কি, তা আর এ বৃক্ষান্তরালে থাক্‌বারই বা আবশ্যক কি! এই বার কেন পাদবন্দনচ্ছলে একবার দেখা করা যাক্‌না, এমন সুযোগ আর কখন্‌ হবে। (সম্মুখে আসিয়া) ভগবন্‌! অভিবাদন করি। (প্রণাম)

রতি। (স্বগত) এ কামিনীটি কে! এটিকে যেন চেন চেন কোচ্চি, এঁরে কি আর কোথাও দেখেছি, তা হোতেও পারে, (প্রকাশে) কল্যাণি! আপনি কে! আর কি নিমিত্তই বা আপনার একাকিনী এখানে আগমন হোয়েছে?

জ্ঞানদা। (যোড়করে) ভগবন্‌! এদাসী, পুরবাসিনী, তপোবন শোভাসন্দর্শন মানসে এসেছে।

রতি। আপনার কি সমুদায় তপোবন দেখা হোয়েছে?

জ্ঞানদা। ভগবন্! তপোবন-সংক্রান্ত সমুদায় দেখা হোয়েছে, এক্ষণে আপনার শ্রীচরণ দর্শনের মানস এক প্রকার পূর্ণ হোলো। তবে যে নির্ম্মাল্য ও অর্ঘ্যাদি আপনার শ্রীপাদপদ্ম পূজার জন্য আনয়ন কোরেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ কোরে এ দাসীকে চরিতার্থ করুন। (পাদ-বন্দনান্তে অর্ঘ্যসহ পত্র হস্তে প্রদান)

রতি। (হস্তে অর্ঘ্য লইয়া) কল্যাণি! তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক, (অর্ঘ্য মধ্যে পত্র দেখিয়া চকিত হইয়া আত্মগত) একি! এ যে একখানা কার পত্র দেখ্‌চি, (শিরোনাম দেখিয়া) এ যে নূতন প্রকার শিরোনাম দেখ্‌তে পাই, (পাঠ) শ্রী মদীয় মনোচোর নবীন তাপস, এতে বোধ হোচ্চে কোন তরুণী যেন কোন নবীন তপস্বীর প্রতি অনুরাগিণী হোয়ে তাঁরে লিখ্‌চেন (সহসা) একি! সহসা আমার দক্ষিণ চক্ষুঃ স্পন্দন হোলো কেন? এতে যে কিছু লাভ সা ঠেকে, ঈদৃশ স্থানে ফললাভের সম্ভাবনা কোথা? (স্মরণ করিয়া) আর বিচিত্রই বা কি? সকলই ভবিতব্য; বোধ হয় কল্যকার সেই কামিনী এ পত্র আমাকেই লিখেছেন, আর এই স্ত্রীলোকটিকেও যেন কল্য তাঁর সঙ্গেই দেখেছি, এটি হয়ত তাঁর সখী হবে, প্রকারান্তরে আমাকে পত্র দিলে। ভাল জিজ্ঞাসাই করি দেখি। (প্রকাশে) ভদ্রে

তোমার অর্ঘ্য সহ কি একখানা পত্র রোয়েছে, গ্রহণ কর।

জ্ঞানদা। ওমা! ওটি আমার সখীর পত্র, ভুলে অর্ঘ্যের সঙ্গে দিয়ে ফেলেছি. তা এখন আর ফিরে নেব কেমন কোরে, দান কোরেত ফিরে নিতে নেই, তা আপনার এখন যা ইচ্ছা তাই করুন।

রতি। (মুখের নিকট প্রজাপতি কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া) আঃ এ প্রজাপতিটাত ভারী দেক্ কোল্লে (করসঞ্চালন পূর্ব্বক দূর করণ)

জ্ঞানদা। ভগবন্! প্রজাপতি কি সুন্দর! আহা: দেখুন উটি যেন আপনার কাছে কি শুভ সংবাদ দিবার জন্য গুণ গুণ শব্দে ঘুরে ব্যাড়াচ্ছে, তা দেখুন এ পত্র উন্মুক্ত কল্লে উটি আবার কি নির্ব্বন্ধ কোরে দেয়।

রতি। শুভে! আমি তোমার সখীর এ পত্র তোমায় ফিরে দিচ্ছি, তুমি অনায়াসে গ্রহণ কোর্ত্তে পার, তাতে তোমার কোন দোষ হবে না, এই লও।

জ্ঞানদা। সে কি প্রকারে হবে, আমি জেনেই হোক, যখন অর্ঘ্য সঙ্গে ওখানি আপনার করকমলে সমর্পণ কোরেছি তখনত আপনাকে তা আমার দান করাই হোয়েছে, এখন আর নেব কেমন কোরে? আর যদি নিতান্তই নিতে হয়, তবে আপনি ওখানি একবার পোড়ে নিস্প্রয়োজন বোধে যখন ফেলে দিবেন, তখন বরং কুড়িয়ে লোয়ে সখীকে ফিরিয়ে দিব।

রতি। (চিন্তা করিয়া স্বগত) অন্যের পত্র বিনা-নুমতিতে দেখা দোষ, কিন্তু তাও বলি, এঁর কথা-বার্ত্তার লক্ষণে এ পত্রখানি যেন আমার বোলেই বোধ হোচ্চে, নতুবা এ আমাকে কেন পরের পত্র পাঠে অনু-রোধ কর্‌বে। বিশেষতঃ যখন এ বোল্লে এ পত্রখানি আমার সখীর, এঁর সেই সখীই বা আমার সেই গত কল্যকার নয়নমনঃপ্রীতিদায়িনী কামিনী হবেন, তিনিই বোধ হয় আমাকে এই খানি "মনোচোর নবীন তাপস বোলে" সম্বোধন কোরে লিখেচেন, ভাল, তা আর বিলম্বের প্রয়োজন কি? আর একবার ওঁরে জিজ্ঞাসা কোরে পোড়ে দেখি দিকি, ব্যাপার খানা কি! (প্রকাশে) তবে সখি! তুমি এখানি নেবে না?

জ্ঞানদা। সে কি প্রকারে সম্ভব হতে পারে?

রতি। তবে দেখ, আমার আর কোন দোষ নাই, আমি খুলে পাঠ করি। (খুলিয়া পাঠান্তে স্বগত) তাইত এ যে আমাকেই লেখা হয়েছে, আহা! সে কামিনী যথার্থই প্রেমার্থিনী, নতুবা এরূপ প্রেমভাব প্রকাশ করা কিরূপে সম্ভবে। মন! তুমি যার মিলনের জন্য এত কাতর হোয়েছিলে, সেই প্রিয়াই এই পত্র দ্বারা আশ্বাসিত কচ্চেন। আর উতলা হবার আবশ্যক কি? স্থির হও।

জ্ঞানদা। (স্বগত) এইবার ঠাকুরটি ফাঁদে

পোড়েছেন। মন ফিরে দেবার ভয়ে মুখে আর কথাটি নাই।

রতি। (স্বগত) এখনত এক প্রকার চিন্তা দূর হোলো, এইবার এরে একটু প্রকারান্তরে পরিহাসক্রমে আমার সেই মানস-সরোবর-কমলিনীর বিষয় সবিশেষ কেন অবগত হই না? (প্রকাশে) বরাননে! এ পত্রের স্বাক্ষরকারিণী কামিনী কে? আর তাঁর মনোচোর নবীন তাপসই বা কে? আমাকে যদি সবিশেষ বল, তবে——

জ্ঞানদা। তা বল্‌বে না কেন, সে জন্য আপনাকে অত অনুনয় কোর্ত্তে হবে না।

রতি। তবে বল, শুনে সুস্থ হই।

জ্ঞানদা। ভগবন্! আমার প্রিয়সখী মন্ত্রী সুসেনের কন্যা, আর তাঁর মনোচোর যে কে, সেটি বোল্‌তে ভয় হয়।

রতি। কেন, ভয় কিসের?

জ্ঞানদা। ভগবন্! একটা কথায় আছে জানেনত, "উচিত কথায় দেবতা তুষ্ট, উচিত কথায় মানুষ রুষ্ট।" তবে যদি নিতান্তই বল্‌তে হয়, তবে রাগ কর্‌বেন না, আগে বলুন।

রতি। এতে রাগের বিষয় কি আছে? তুমি নির্ভয়ে বল।

জ্ঞানদা। ভগবন্! আমার মুখে বলা বাহুল্য মাত্র, দেখুন যাঁর যে কর্ম্ম তার কি কিছু মনের

অগোচর থাকে? তবে আপনা-আপনিই কেন মনে বুঝে দেখুন না, তাহলেই এখনি চোর ধরা পড়্‌বে।

রতি। তবে তোমার মতে আমিই কি তোমার সখীর মন চুরী কোরেছি, কেন কি প্রকারে?

জ্ঞানদা। কি প্রকারে, তা আমি জান্‌ব কেমন কোরে, চোরেরাত আর লোককে জানিয়ে চুরী করে না, তা হলে তাদের চুরী হবে কেমন কোরে, লোকে যে ধোরে ফেল্‌বে। আমার প্রিয়সখী গত কল্য যখন স্নান কর্ত্তে যান, তখন আমরা দুজন সখী তাঁর সঙ্গে ছিলাম, কখন্ যে আপনি সুযোগ পেয়ে তাঁর মন চুরী কোরেছেন তা কি জেনেছিলেন, তা হোলে তখনি ধোরে ফেলতেম।

রতি। আমিই যে তোমার সখীর মন চুরী কোরেছি তার প্রমাণ?

জ্ঞানদা। কেন, আমরা ফিরে যাবার সময় আপনি ভিন্নত ঘাটে অপর কেহই ছিল না, তবে আপনি ছাড়া এ আর কার কাজ।

রতি। তোমাদের এ আন্দাজী ধরা?

জ্ঞানদা। হাঁ, যখন সন্দেহ কোরে ধত্তে এসেছিলেম তখন এক প্রকার আন্দাজী বটে, কিন্তু এখন হাতে নতে বামাল ধরা পড়াতে আর এখন সন্দেহ না কোরে একেবারেই চোর বোলে ধর্‌চি।

রতি। কৈ, বামাল ধোর্‌লে কি প্রকারে?

জ্ঞানদা। এখন বোলবেনইত, ওরূপ বলা চোঁরের স্বধর্ম্ম।

রতি। কেন, কিসে?

জ্ঞানদা। কিসে? যে জন্যে অনঙ্গ এতক্ষণ আপনার কাছে কত তিরস্কার খেলে।

রতি। তুমি তা জান্‌লে কেমন কোরে?

জ্ঞানদা। কেন আমি বৃক্ষের অন্তরাল হোতে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি।

রতি। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য, আমার চিত্তচাঞ্চল্য বশতঃ আপনা-আপনি যা কিছু বোলেছি তা এসব শুনেছে, তা আর গোপন কোল্লে কি হবে, এক রকমত সকলই প্রকাশ হোয়েছে। এখন আর "পেটে খিদে মুখে লাজে কি প্রয়োজন. বরঞ্চ যাতে তাকে লাভ করা যায় তারই একটা সতুপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক। আহা! এমন মহার্হ রত্ন কি আমার অদৃষ্টে ভোগ হবে, বিশেষতঃ তিনি মন্ত্রি-তনয়া আমি ঋষি-পুত্র, এতে যোগ হওয়া কিছু সুকঠিন।

জ্ঞানদা। আপনি যে একথা শুনে এখন চুপ্ কোরে রইলেন?

রতি। না! তোমাদের অবিচারের কথা ভাব্‌চি।

জ্ঞানদা। কিসে আমাদের অবিচার দেখ্‌লেন বলুন।

রতি। অবিচার নয় সখি! একে তোমার সঙ্গী প্রধান লোকের কন্যা, তাতে তোমরা দুইজন তাঁর

সঙ্গে ছিলে, তবে আমার ন্যায় সামান্য ঋষিকুমারের তাঁর মন চুরী করা কিরূপে সম্ভব। বরং তিনি আমার মন হরণ কোরেছেন একথা বোলে তাদৃশ অসম্ভব হয় না।

জ্ঞানদা। মহাশয়! ভাল, আপনি বড় মন্দ লোক নন, উল্‌টা চাপ দিতে বড় মজপুত, তা না হবে কেন, পাকা হোলেই ওরূপ হোয়ে থাকে।

রতি। সখি, আমি সামান্য তপস্বী মাত্র, আমি কেমন কোরে তাঁর মন চুরী কল্লেম, তিনিইত আমার মন হরণ কোরেছেন, এখন আবার উল্‌টা চাপ কেন? তাঁকে বরং অনুগ্রহ কোরে আমার মন ফিরে দিতে বোলো। তবে নিতান্ত না দেন তাঁকে কেবল আমি আমার মনোহারিণী বোলে জান্‌ব মাত্র।

জ্ঞানদা। মহাশয়! আপনি যেরূপ সুচতুর তাতে আপনার সঙ্গে আমার বাক্‌যুদ্ধ সাজে না, আপনি কেবল বাক্‌চাতুরীর বলেই আমার সখীর প্রতি বিনা অপরাধে দোষারোপ কোচ্চেন, ভাল, করুন, তাতে দুঃখ নাই, মিথ্যা কথা আর ছেঁচা জল কত দিন থাকে, কিন্তু আপনা-আপনিই কোন না কোন সময়ে তার স্বরূপ প্রকাশ হবে। যদি আমার সখী আপনার মন হরণ কোরে থাকেন, আমি সে বিষয়ে কি বল্‌ব, বরং তাঁর কাছে গিয়ে তথ্য নিন, যদি তিনি আপনার কাছে দোষী হন, তা হোলে আপনি যথাযোগ্য বিহিত কোর্‌বেন, সে বিষয়ে আমার

বলা মিছে, পরস্পর সাক্ষাৎ কোরে যা কোর্ত্তে হয় তাঁই কোর্‌বেন।

রতি। হাঁ সখি! একথাটি বোলেছ ভাল, যুক্তি-সঙ্গতও বটে, কিন্তু তিনি মন্ত্রি-কন্যা, প্রহরি-পরিবেষ্টিত অট্টালিকাস্থ অন্তঃপুর মধ্যে বাস করেন, সেখানে একটি ক্ষুদ্র মক্ষিকাও প্রবেশ কোর্‌তে পারে না। তা এমন স্থলে আমার যাওয়া কি রূপে সম্ভব হোতে পারে, আর তাঁর সঙ্গে দেখাই বা হবে কেমন কোরে?

জ্ঞানদা। ভগবন্! সে জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই; আমি সখীকে গিয়ে বলি, তা হোলে তিনি অবশ্যই এর বিহিত কোর্ত্তে আদেশ দেবেন।

রতি। সুলোচনে! তোমার সখী পিতার অধীন, তবে তিনি স্বয়ং কি রূপে এর বিহিত কোর্ত্তে পারগ হবেন?

জ্ঞানদা। ভগবন্! আমার সখী তাঁর পিতামাতার সবে মাত্র ধন, তাতে তিনি তাঁদের নিকট যা প্রার্থনা করেন তাই পান, তাঁরা সখীকে প্রাণতুল্য ভাল বাসেন, এ জন্য সখীর প্রার্থনা প্রায়ই তাঁদের নিকট অপূর্ণ থাকে না।

রতি। হাঁ তা যেন হোলো, কিন্তু এ যে বিপরীত প্রার্থনা, এ প্রার্থনা পরিপূর্ণ হওয়া অতি অসম্ভব!

জ্ঞানদা। কেন?

রতি। যদি তিনি কোন রাজকুমার অথবা কোন মহদ্বংশপ্রসূত বরকে বরণের ইচ্ছা প্রকাশ কোর্ত্তেন

তবে তা সফল হোতে পার্‌ত, কিন্তু এ যে অযোগ্য যোজনের ইচ্ছা!

জ্ঞানদা। দেব! এ বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ করবেন না, তাঁর পিতার তাঁর প্রতি ইচ্ছাবরী হবার অনুমতি আছে, অতএব আপনি এখন অনুমতি কোল্লেই হয়।

রতি। সখি! আমার মন তোমার সখীর প্রতি একান্তই আকৃষ্ট হোয়েছে, আবার তোমার মধুময় বাক্যে ও তোমার সখীর প্রেমপত্রে আমার এত দূর চিত্তচাঞ্চল্য হোয়েছে যে, এই দণ্ডেই এই তাপসবেশ পরিত্যাগ কোরে তাঁর সহিত মিলিত হোয়ে গৃহী হোতে ইচ্ছা করি।

জ্ঞানদা। সে আমাদের প্রিয়সখীর সৌভাগ্য।

রতি। তাঁর নয়, সে আমারই। আমি বনবাসী দীনদরিদ্র সামান্য ঋষি হোয়ে যদি তাঁর বিশুদ্ধ প্রেমরস আস্বাদন কোর্‌তে পাই, ইহা অপেক্ষা আমার আর কি সৌভাগ্য হোতে পারে?

জ্ঞানদা। ভগবন্! যদি অনুমতি হয় তবে আপনার সম্বন্ধে দুই একটি প্রশ্ন করি।

রতি। আমার বিষয়ে কি প্রশ্ন আছে বল; বোধ হয় তার প্রকৃত উত্তরে কখনই বঞ্চিত হবে না।

জ্ঞানদা। ভগবন্! আপনি কি নিমিত্ত এ নবীন বয়সে এত কষ্টসাধ্য ব্রতে দীক্ষিত হোয়েছেন?

রতি। সখি! আমি কোন কারণ বশতঃ তাপস-

ব্রতে দীক্ষিত হই নাই ; আমি মুনি-দৌহিত্র, সুতরাং আমাকে কুলাচার মতে স্বতই এই ব্রত অবলম্বন কর্‌তে হোয়েছে।

জ্ঞানদা। দেব! মুনিরাত প্রায় দারপরিগ্রহ করেন না, তবে আপনি কি রূপে মুনিদৌহিত্র হোলেন?

রতি। ভদ্রে! আমি মুনির পালিত কন্যার পুত্র।

জ্ঞানদা। আপনার পিতা কোন্ পথাবলম্বী?

রতি। শুভে! আমার পিতার বিষয় আমি শৈশবাবধি অবগত নহি। মাতাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে তিনি তার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়ে কেবল রোদন মাত্র করেন।

জ্ঞানদা। তবে বুঝি আপনার পিতার কোন দুর্ঘটনা ঘোটে থাক্‌বে?

রতি। তা ভগবান্ জানেন, কিন্তু আমার মাতার সধবা চিহ্ন দ্বারা বোধ হয় তিনি জীবিত আছেন।

জ্ঞানদা। ভগবন্! আপনার জননী কোথায়? তাঁর শ্রীচরণ দর্শন কোর্ত্তে বাসনা করি।

রতি। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) শুভে! তিনি ঐ তরুতলস্থ কুটীর মধ্যে আছেন; ইচ্ছা হয় তথায় যাবার কোন বাধা নাই।

জ্ঞানদা। ভগবন্! যদি আপনি এ দাসীকে অনুগ্রহ কোরে তাঁর নিকট লয়ে যান, তাহোলে চরিতার্থ হই।

রতি। অবশ্যই যাব, এত কাতরোক্তির প্রয়োজন কি? চল আমার সহিত চল।

জ্ঞানদা। যে আজ্ঞা, চলুন তবে যাই।

অগ্রে রতিকান্ত তৎপশ্চাৎ জ্ঞানদার প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় পর্ভাঙ্ক।

মধুমতীর গৃহ।

(মধুমতী ও প্রমদা আসীনা।)

মধু। তাইত সখি! জ্ঞানদা যে এখন আস্‌চে না, তার বিলম্বের কারণ কি? কোন অশুভ ঘটনাত হয় নাই?

প্রমদা। প্রিয়সখি! এত উতলা হও কেন? তপোবনত কিছু নিকট নয়, যে যাবে আর আস্‌বে।

মধু। সখি! উতলা হবার কারণ এই, না জানি জ্ঞানদা কি সমাচার নিয়ে আসে! পাছে ঋষিকুমার উপেক্ষা করেন, আমার মনে কেবল সেই আশঙ্কা হোচ্চে।

প্রমদা। প্রিয়সখি! তোমার সে আশঙ্কা করা বৃথা, চন্দ্রমাকে কে বস্ত্রদ্বারা অবরোধ করে? অমৃত খেতে কার অসাধ?

মধু। সখি! যা বল্‌চ তা সত্য, কিন্তু তাপসেরা ঊর্দ্ধরেতা, জিতেন্দ্রিয়, তাঁরা নারীতত্ত্ব কি জানেন?

প্রমদা। (ঈষদ্ধাস্যে) কেন সখি! তুমি শকুন্তলার জন্ম বিবরণ, আর মৎস্যগন্ধা, যোজন-গন্ধা হবার কারণ কি জান না?

মধু। হাঁ সখি! তাত জানি, কিন্তু সেরূপ কি এ পোড়াকপালে ঘট্‌বে?

(জ্ঞানদার প্রবেশ।)

মধু। (চকিত হইয়া) এই যে সখি! জ্ঞানদা এসেছে, (জ্ঞানদার প্রতি) তুই ভাই, অনেক দিন বাঁচ্‌বি (গাত্রোত্থান করত জ্ঞানদার গলে হস্ত দিয়া) তবে সখি! সংবাদ কি বল্ দেখি, সব মঙ্গলত?

জ্ঞানদা। (অঞ্চল-ব্যজন করিতে করিতে পরিহাসে) রোস, আগে একটু বিশ্রাম করি, তোমার যে আর ত্বর সয় না।

মধু। আচ্ছা ভাই! তবে বোস। (উভয়ের উপবেশন।)

জ্ঞানদা। (বসিতে বসিতে) ওঃ: সে কি এখানে গা, চল্‌তে চল্‌তে পায়ের বাঁদন ছিঁড়ে গেছে।

মধু। (পরিহাসে) সখি! তোমার পায়ে ব্যথা হোয়েছে তা এস একবার ভাল কোরে পাটা টিপে দি‧ (পদসেবা)

জ্ঞানদা। আর অত্য় কাজ নেই। (মধুমতীর হস্ত ছাড়াইয়া) "অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।"

প্রমদা। ইস্ সখি! আজ যে তোমার প্রতি প্রিয়সখীর বড় ভক্তি দেখ্‌তে পাই?

জ্ঞানদা। তা জান না ভাই! ঐ যে কথায় বলে, "প্রয়োজন হলে পরে, হতে চায় প্রিয়জন"। তা এঁরও সেই তাই; শেষ থাক্‌লে হয়।

মধু। ভাই! শেষ না থাক্‌বে কেন, তোমাদের প্রতি আমার কবে অযতন আছে, তা আজ পরিহাস কোচ্চ। সে যা হোক, এখন যে জন্যে গেলে তার কি কোরে এলে বল?

জ্ঞানদা। এখন বল্‌ব কেন? আগে কি খাওয়াবে তা বল?

মধু। (স্বগত) যখন এত আহ্লাদ কোরে সখী খেতে চাইলে, তখন সংবাদটা শুভ হবেই; তবু যতক্ষণ না সঠিক বৃত্তান্ত জান্তে পাচ্চি, ততক্ষণ আর মনঃস্থির হোচ্চে না। (প্রকাশে) আমার মাথা খাও, সংবাদটা কি ভাল কোরে বল্‌না ভাই?

জ্ঞানদা। বালাই শত্তুরের মাথা খাই; ওমা! ও কি কথা! তুমিত বড় উপকারী দেখ্‌তে পাই, আমি ভাল কোন খাবার খেতে চাইলেম, তুমি কি না চুল সুদ্ধ মাথা খাইয়ে পেট ফাঁপিয়ে মার্ত্তে চাও।

প্রমদা। তুমি ভাই, আর কি খাবে বল; তুমি সখীর নব-প্রেমের সন্দেশবহ, তা তুমি নতুন গুড়ের সন্দেশ খাও।

জ্ঞানদা। তবে তাই শীগ্‌গির আনাও।

প্রমদা। কেন, তোমার কি আর কথায় প্রত্যয় হয় না?

জ্ঞানদা। ভাই, না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

মধু। ও ভাই প্রমোদ! তবে তুমি তুগ্‌গোকে সন্দেশ আন্‌তে বলে এস।

প্রমদা। আচ্ছা বল্‌চি।

[প্রমদার প্রস্থান।

মধু। বলনা ভাই, সব মঙ্গলত?

জ্ঞানদা। পথহেটে আমার গলাটা শুকিয়ে গেছে, আগে একটু জল খাই, তার পরে বল্‌ব।

(প্রমদার প্রবেশ।)

প্রমদা। (উভয়ের দিকে চাহিয়া) বোলে এলেম।

মধু। তুমি ভাই! এত কথা কইতে পাচ্চ, আর ঐ কথাটি বলবার সময় তোমার যত কষ্ট এসে উপস্থিত হোচ্চে।

জ্ঞানদা। তা তুমিই কি একটু স্থির হোতে পার না।

প্রমদা। তা পাল্লেই বা তোমার এত খোসামোদ করবেন কেন?

জ্ঞানদা। বাঃ সখি! তুমি যে প্রিয়সখীর কাছে ক্ষণিকক্ষণ একলা থেকেই প্রিয় হোয়েছ।

প্রমদা। কোন দিনই বা অপ্রিয়, যে আজ প্রিয় হোলেম? তোমার যত রঙ্গের কথা বইত নয়!

জ্ঞানদা। এ আর রঙ্গের কথা কি? যেমন দেখ্‌চি।

মধু। সখি! এই না তোমার গলা শুকিয়েছিল, কথা কইতে পার না, এখন ঝকড়া কোর্ত্তে আর গলা শুকয় না?

জ্ঞানদা। আমিত ভাই চুপ করেই ছিলেম, ভাব্‌লেম মিষ্টিটা এলেই জল খাব, তা তোমরাত আর না বকিয়ে ছাড়চ না, আর এমাগীও সন্দেশ আন্‌তে গিয়ে বাঘের মাসী হয়েছে।

প্রমদা। আবার তার দোষ হোলো বুঝি, তোমার যে আন্ বল্লে আর ভর সয় না। এইত সে যাচ্চে, (দুর্গাকে দেখিয়া) ঐ যে এনেছে।

(রজত পাত্রে খাদ্য হস্তে দুর্গার প্রবেশ।)

মধু। মাগী অনেক কাল বাঁচ্‌বে, নাম কোর্ত্তে কোর্ত্তেই এসে পড়েছে।

জ্ঞানদা। ওলো দুগ্‌গো! তুই যে ফিরে এলি এই ঢের, আমি বলি বুঝি তুই সন্দেশ চাপা পোড়েচিস।

দুর্গা। হঁা। তা বোল্‌বে বই কি, দোকান কি না বড় কাছে, যেতে আস্‌তে পাঁচবার জল খেয়েছি। আমারত আর ডানা নেই যে উড়ে আস্‌ব?

জ্ঞানদা। আচ্ছা, কেমন সন্দেশ এনেছিস্ দেখি।

দুর্গা। সন্দেশ পাইনি, তাই মনোহরা এনেছি।

জ্ঞানদা। তবেই হোয়েছে।

প্রমদা। কেন? ওত ভালই এনেছে।

জ্ঞানদা। সখি! জান না তাই ভাল বোল্‌চ,

আমরা কি মনোহরা খেয়ে আবার প্রিয়সখীর মতন মন হারিয়ে খেঁপে উট্‌ব?

দুর্গা। ওমা! মনোহরা খেলে বুঝি মন্ হারায় তাত জানি না। তা হোলে কি আর আন্‌তেম?

মধু। (বিরক্তি ভাবে) এ মাগীর দেখ্‌চি সকল কথাতেই কান্, যা এখন আর তোকে ওদের সঙ্গে বক্‌তে হবে না, এখন ও ঘরে খাবার যায়গা করগে যা।

[দুর্গা প্রস্থানোদ্যত।

জ্ঞানদা। ও দুগ্‌গো! একটা মনোহরা দেত প্রিয়সখী খেয়ে দেখুন।

মধু। না ভাই! তোমরা দুজনে খাও, আমি খেতে পারব না।

জ্ঞানদা। তুমি না খেলে তবে ও কে খাবে, কেবল আমরা খাব বোলেই কি আনালেম না কি?

প্রমদা। তুমি না খেলেত কেউ খাব না, তা বরং তুমি একটা খাও।

মধু। (করযোড়ে) না ভাই! আমার ক্ষিদে নেই, আমায় ক্ষমা কর।

জ্ঞানদা। হাঁ বুঝেছি, সখী যে জন্যে খাচ্চেন না, তা জানি, ঐ যে বলে "যে ছেলে কুমীরে খায়, ঢেঁকী দেখ্‌লে ডর পায়।" তা আমাদের প্রিয়সখীরও তাই হোয়েছে।

প্রমদা। সে কি রূপ?

জ্ঞানদা। তাও বুঝ্‌লে না, প্রিয়সখী না কি মনং হারিয়েছেন, তাই মনোহরার নামে ভয় পাচ্চেন।

মধু। না ভাই! ও সব তোমার রঙ্গের কথা, আমার ক্ষিদে নাই, তাই খাচ্চিনে।

জ্ঞানদা। একটি মনোহরা খাবে তার আর ক্ষিদে কি? "লোকে উপরোধে ঢেঁকী গেলে, তুমি আর এ কথাটা রাখ্‌তে পার না।

মধু। আচ্ছা এখন রাখ, খাবার সময় দিও অখন্।

জ্ঞানদা। (দুর্গার প্রতি) তবে তুই এখন খাবার যায়গা করগে যা।

[দুর্গার প্রস্থান।

মধু। (জ্ঞানদার প্রতি) তবে এখন সখি! শীঘ্র জলযোগ কোরে ঠাণ্ডা হয়ে সব কথা বল।

জ্ঞানদা। (ঈষদ্ধাস্যে) এখন জলযোগে একটু বিলম্ব হোলেও আর বড় কষ্ট হবে না, ও দেখেই এক প্রকার প্রাণ ঠাণ্ডা হয়েছে।

মধু। সখি! তবে এইবার সব বল।

প্রমদা। (জ্ঞানদার প্রতি) সখি! প্রিয়সখী আমাদের এখনও সেটি ভোলেন নি।

জ্ঞানদা। হাঁ! ওকি ভোলবার জিনিস, তা যা হক, (মধুমতীর প্রতি) এখন কি শুন্‌তে চাও তা বল?

মধু। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হোয়েছিল?

জ্ঞানদা। হাঁ! সাক্ষাৎ না কোরে কি আর আমি ফিরি?

মধু। কোথায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হোলো?

জ্ঞানদা। সেই মালিনী নদীর তীরস্থ তপোবনে।

প্রমদা। সখি! তুমি সেই তপোবনে গিয়েছিলে, তা সে তপোবন কেমন?

জ্ঞানদা। আহা সখি! এমন মনোহর স্থান আমার আর কখন নয়নগোচর হয় নাই। সেখানে প্রবেশ মাত্রই দেহ পবিত্র, চিত্ত প্রফুল্ল ও নয়ন পরিতৃপ্ত হয়। কি অপরূপ শোভা! আমরি! বৃক্ষ সকল নানাবিধ ফলপুষ্পে কি সুশোভিত, পুষ্পগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত, আর শীতল বায়ু সহযোগে তারা আন্দোলিত হোয়ে মনের যে কত দূর প্রীতিপ্রদ হোয়েছে, তা বলা যায় না; বোধ হয় যেন বসন্ত তথায় চিরকালই সমভাবে রাজত্ব কচ্চেন, কেবল স্বরাজ্য বিস্তার মানসে যেন সময়ে সময়ে আক্রমণ জন্য তিনি জনপদ মধ্যে প্রবেশ করেন। সেখানে জীবমাত্রেই হিংসাদ্বেষ পরিশূন্য হোয়ে পরম সুখে কালাতিপাত কোচ্চে।

প্রমদা। তাত হোতেই পারে, যে স্থলে ওরূপ মহাপুরুষেরা বাস করেন, সে স্থান যে অমন সুখকর হবে, তার আর বিচিত্রতা কি?

মধু। (স্বগত) ওরূপ মনোহর স্থান না হোলেই বা আমার মনোহরের বাসস্থান হবে কেন? চন্দ্রলোক ব্যতীত সুধা কি কখন অন্যত্রে সম্ভব হয়? (প্রকাশে) সখি! সে তাপসের সহিত তার পরে কি রূপে সাক্ষাৎ হোলো?

জ্ঞানদা। সখি! তপোবন সমস্ত পরিভ্রমণ কর্‌ত্তে কর্‌ত্তে একটি স্বর শ্রবণগোচর হোল; আমি সেই

স্বর লক্ষ্য কোরে গিয়ে দেখ্‌লেম, অনতিদূরবর্ত্তী একটি বৃক্ষমূলে সেই যুবক বোসে আপন মনে অনঙ্গকে তিরস্কার কোচ্চেন। শরীর শীর্ণ, বদনমণ্ডল বিষণ্ণ ও নয়নযুগল হোতে অবিরত বারিধারা নির্গত হোয়ে বক্ষঃস্থল ভেসে যাচ্চে, ও মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ কোচ্চেন। এরূপ ভাব দেখে স্পষ্টই বোধ হোলো, ইনিই প্রিয়সখীর প্রেমাসক্ত হোয়ে থাক্‌বেন।

প্রমদা। সখি! তুমি কি রূপে জান্‌লে যে, তিনি প্রিয়খীর প্রেমাসক্ত হয়েছেন?

জ্ঞানদা। আমি সহসা তাঁর নিকটে যাওয়া অকর্ত্তব্য বিবেচনা কোরে একটি বৃক্ষের অন্তরাল হতে প্রচ্ছন্নভাবে তাঁর সমুদায় আন্তরিক ভাব শ্রবণ কর্‌লেম। প্রথমে অনঙ্গকে ভৎর্সনা কোল্লেন, তৎপরে মালিনী নদীতীরে প্রিয়সখীকে দর্শননিবন্ধন তাঁর নানা মত নির্ব্বেদ উপস্থিত হোলো, ও তৎপরে মিলনের নিমিত্ত বিষম ব্যাকুল হলেন। এই সকল দর্শন শ্রবণে জান্‌লেম, ইনিই প্রিয়সখীর চিত্তচোর।

মধু। সখি! তুমি কি প্রকারে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ কর্‌লে?

জ্ঞানদা। এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপের পর একটু সুস্থচিত্ত হোলে তাঁর নিকটে গিয়ে প্রণিপাত কর্‌লেম, তিনি চক্ষুঃ উন্মীলন কোরে আমাকে সহসা দেখে বিস্ময়াপন্ন হোলেন। আমি বল্‌লেম, মহা-

ভাগ। আমি পিশাচী বা দানবী নহি, আমি পুরবাসিনী, আপনার শ্রীচরণ দর্শন মানসে এসেছি। তিনি হাস্য-মুখে বল্লেন, ভদ্রে! আমি তোমাকে পিশাচী জ্ঞানে ভীত বা বিস্ময়াপন্ন হই নাই। তুমি কুলকামিনী, তোমার সহসা একাকিনী তপোবনে আসা অসম্ভব বোধে এরূপ বিস্ময়াপন্ন হোয়েছি।

মধু। সখি! তিনি কি তোমাকে চিন্‌তে পারেন নাই?

জ্ঞানদা। সখি! তিনি আমাকে কি প্রকারে চিন্‌বেন? তিনি একাগ্রচিত্তে তোমার প্রতিই নয়ন পাত কোরেছিলেন, আমাদের প্রতিত তাঁর তখন লক্ষ্য হয় নাই।

প্রমদা। তোমাকে ভাই কথায় কেউ পার্‌বে না, কত কথাই যে জান! তা সে যা হক, এখন পত্র খানি কি প্রকারে দিলে তা বল দেখি?

জ্ঞানদা। এইরূপ কথার পর তিনি আমাকে বসতে অনুমতি কর্‌লে আমি একখণ্ড শিলার উপরে বস্‌লেম, মুনিকুমার একে একে আমার সমুদয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা কর্‌লেন।

প্রমদা। তুমি কি বোল্লে?

জ্ঞানদা। আমি প্রথমতঃ আত্মপরিচয় গোপন কর্‌লেম। তৎপরে পাদপদ্ম পূজার ছলে পুষ্পসহ সেই পত্রিকা তাঁরে অর্পণ কর্‌লেম।

প্রমদা। তিনি পত্র দেখে কি বল্‌লেন?

জ্ঞানদা। তিনি বিস্ময়ভাবে এক দৃষ্টে আমার প্রতি চেয়ে রৈলেন, আমি জোড় করে বিনয়-নম্র বচনে বল্‌লেম, ভগবন! পত্র দর্শনে বিস্মিত হতে পারেন, কিন্তু উহা পাঠ কর্‌লে সে ভাব দূর হবে।

প্রমদা। পত্র পাঠ কোরে কি বল্‌লেন ভাই!

জ্ঞানদা। বোলবেন আর কি, আমি যে সখীর বিশ্বাস-পাত্রী তা জেনে, প্রিয়সখীর সমুদায় বিবরণ জিজ্ঞাসা কর্‌লেন।

প্রমদা। সখি! তুমি কি প্রত্যুত্তর কল্লে?

জ্ঞানদা। আমি আনুপূর্ব্বিক যাহা যাহা ঘোটেছিল সমুদয় বল্‌লেম।

প্রমদা। তিনি কি প্রত্যুত্তর কর্‌লেন?

জ্ঞানদা। তিনি বল্‌লেন, তোমার প্রিয়সখী পিতার অধীন, তবে তাঁর অগোচরে পরিণয় কার্য্য কি রূপে সম্ভবে?

মধু। সখি! তিনি যথার্থই বোলেছেন, আমারও মনে ঐ আশঙ্কা হোচ্চে।

জ্ঞানদা। প্রিয়সখি! সে নিমিত্ত চিন্তা নাই।

মধু। সখি! চিন্তা না কোরে কি রূপে নিরস্ত থাক্‌তে পারি?

প্রমদা। সখি! তোমার কি স্মরণ নাই, ইতিপূর্ব্বেই পিতা অভিপ্রায় প্রকাশ কোরেছেন যে, তোমার স্বয়ম্বরমতে বিবাহ দিবেন।

মধু। সখি! আমার এরূপ বাসনা জানতে পারলে পাছে পিতা অমত করেন?

জ্ঞানদা। প্রিয়সখি! আমরা মাতাকে গোপনে এবিষয় জ্ঞাত করব। তিনি স্নেহ বশতঃ অবশ্যই পিতার মত করবেন।

মধু। (স্বগত) হায়! দুরাত্মা মদন আমায় কি বিষম বিপদেই ফেল্লে! আমি লজ্জাকে একেবারে জলাঞ্জলি দিলেম! আর বোধ হয় গুরুজন সমক্ষে হাস্যাস্পদ হোতে হোলো!

(দুর্গার প্রবেশ।)

দুর্গা। মা! তোমার অসুখ শুনে দেখতে আস্‌চেন।

(বিমলার প্রবেশ।)

(বিমলাকে দেখিয়া মধুমতী জ্ঞানদা ও প্রমদার গাত্রোত্থান)

বিমলা। বোসো মা, তোমরা সকলে বোসো, (মধুমতীর প্রতি) মা! তুমি দিন দিন কৃশ হোয়ে যাচ্চ কেন? মুখ খানি মলিন হোয়েছে, কিছু খেতে পার না, কেন তোমার কি হোয়েছে? তোমাকে এরূপ দেখে আমার মনের মধ্যে অতিশয় ভাবনা হোচ্চে।

মধু। (স্বগত) ভাবনার বিষয় বটে, তবে কি না আমার এ রোগে সেই তাপস ভিন্ন আর কোন ঔষধ নাই। (প্রকাশে) না মা, আমার কিছুই হয় নাই, আপনি সে জন্যে ভাবনা করবেন না, অত্যন্ত গ্রীষ্ম

বশতঃ এরূপ হোয়েছি। (গাত্রোত্থান করিয়া প্রম-দার প্রতি) এস ভাই, প্রমোদ! আমরা বাগান হোতে ফুল তুলে আনিগে।

প্রমদা। চল সখি যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

বিমলা। (জ্ঞানদার প্রতি) হঁ্যা মা জ্ঞানদা! তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মধুমতী আমার আজ কদিন অমন হোয়েছে কেন? তোমারত সর্ব্বদা ওর কাছে থাক, কিছু কি জান? ও সদাই অন্যমনস্ক থাকে, কার সঙ্গে ভাল কোরে কথা কয় না, জিজ্ঞাসা কর্‌লে তেমন উত্তর দেয় না, এই আমি জান্তে এলেম। আমার সঙ্গে ভাল কোরে কথা না কোয়ে অমনি ফুল তোল্‌বার নাম কোরে চোলে গেল। আমিত এর ভাব কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চিনে?

জ্ঞানদা। মা! সে বিষয় বল্‌তে সাহস হয় না।

বিমলা। কেন, আমার কাছে যথার্থ বল্‌তে এত কুণ্ঠিত হোচ্চ কেন, বল না, তায় দোষ কি?

জ্ঞানদা। মা! প্রিয়সখীর আমার কোন শারীরিক পীড়া হয় নাই, মালিনী নদীতে স্নান কর্‌তে গিয়ে একটি তরুণ তাপসকে দেখে অবধি ওরূপ হোয়েছেন।

বিমলা। (বিস্ময়াপন্ন হইয়া) অঁ্যা বল কি? (মস্তকে হস্ত দিয়া) হায় আমার পোড়া কপাল! এ কি সর্ব্বনাশ! কোথায় মধুমতী আমার রাজতনয়ের

পাণিগ্রহণ কোর্‌বে, না কোথায় তাপসে চিত্ত সমর্পণ কোর্‌লে। অ্যাঁ! কোথায় রাজ-মহিষী, কোথায় তাপসী! মনে মনে বড় আশা কোরেছিলেম, যেমন আমার একটি মেয়ে, তেমনি কোন রাজতনয়ের সহিত বিবাহ দিয়ে মনের আনন্দে কালযাপন কোর্‌ব, তা বিধির বিড়ম্বনায় সে আশায় নৈরাশ হোতে হোলো।

জ্ঞানদা। মা! সে বিষয়ে আপনার দুঃখ করা মিছে, দেখুন জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এ মনুষ্যের ইচ্ছা-ধীন নয়, সকলই ঈশ্বরাধীন।

বিমলা। (সখেদে) আর ঈশ্বরাধীন! হায় হায়! মন্ত্রিবরকে এ কথা বোল্‌বো কি কোরে? আর তিনি শুনেই বা কি বোল্‌বেন?

জ্ঞানদা। মা! আপনি সে জন্যে চিন্তিত হবেন না, পিতা একবার তাঁর স্বভাব ও সৌন্দর্য্য দর্শন কোর্‌লে কখনই এ বিষয়ে অমত কর্‌বেন না।

বিমলা। জ্ঞানদা! তুমি বুদ্ধিমতী হোয়ে অমন অবোধের ন্যায় কথা বল্‌ছ কেন? কোন্ জ্ঞানী ব্যক্তি কেবল সৌন্দর্য্য ও সদ্গুণের বশীভূত হোয়ে আপনার এক মাত্র কন্যাকে বনচারীর করে সমর্পণ কোরে বনবাসিনী কর্‌তে ইচ্ছা করে?

জ্ঞানদা। মা! আপনি যা বোল্লেন তা সত্য, কিন্তু পিতা সেই যুবকের সদ্গুণের পরিচয় ও লোকা-তীত সৌন্দর্য্য দর্শন কর্‌লে কখনই তাঁকে প্রিয়সখীর অযোগ্য পাত্র বোল্‌তে পার্‌বেন না। ফলতঃ তিনি

বেশে বনচারী বটে, কিন্তু আকার প্রকারে রাজতনয়ের তুল্য, তবে কেবল ধনের অপ্রতুল। তা ঈশ্বরপ্রসাদে আপনারত আর কমী নয়।

বিমলা। ভাল, মন্ত্রিবর যেন সম্মত হোলেন, কিন্তু তাপসদিগের সহিত পরিণয় কার্য্য কি রূপে সম্ভব? তাপসেরা পূজনীয় ব্যক্তি, তাঁরা যে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হোয়ে সংসারী হবেন, এরি বা আশা কি রূপে করা যেতে পারে?

জ্ঞানদা। মা! আপনি সে আশঙ্কা দূর করুন, আমি প্রিয়সখীর মনোগত ভাব অবগত হোয়ে সেই তাপসের বিষয় সবিশেষ জান্‌বার জন্য অদ্য তপোবন দর্শনচ্ছলে তথায় গিয়ে জেনেছি যে, তিনি ঋষিপালিত, স্বয়ং ঋষি বা ঋষিকুমার নন্।

বিমলা। (সবিস্ময়ে) অ্যাঁ! ঋষি নন, তবে তিনি কে, আর কি রূপেই বা ঋষিপালিত হোলেন?

জ্ঞানদা। মা! আমি যেরূপ শুনেছি তা বল্‌চি শুনুন। তাঁর জননী সসত্ত্বাবস্থায় মালিনী নদীতে মগ্ন হয়ে ধীবর-বাগুরায় আবদ্ধ হওয়ায়, ধীবর প্রকাণ্ড মৎস্য বা অন্য জলজন্তু জ্ঞানে তুলে দেখ্‌লে একটি পরমা সুন্দরী কামিনী মৃতপ্রায় জালে আবদ্ধ আছে, তা দেখে তারা তথায় মহাকোলাহল কোর্‌তে লাগ্‌ল; সেই সময় মহর্ষি জ্ঞানাচার্য্য নদীতটে দৈনন্দিন স্নানাহ্নিক কোচ্ছি-লেন, তিনি ঐ গোলযোগ শ্রবণে তথায় উপস্থিত হোয়ে অতি যত্নে শুশ্রূষার দ্বারা তাঁকে সচেতন

কোরে নিজ আশ্রমে লোয়ে আসেন; পরে যথাকালে সেই আশ্রমে তিনিই ঐ কুমারকে প্রসব করেন, মুনিবর তদবধি দয়াদ্র চিত্তে সেই কামিনীকে আপন দুহিতার ন্যায় প্রতিপালন করেন।

বিমলা। বৎসে! বল কি? সে কামিনীটি কে, কেমন কোরেই বা জলমগ্ন হোলেন, তার কিছু জান?

জ্ঞানদা। মা! আমি সেই যুবকের সহিত তাঁর জননীর নিকট গিয়ে তাঁকে বন্দনান্তে কথাপ্রসঙ্গে সে বিষয় জিজ্ঞাসা কোরেছিলেম; তিনি তদুত্তরের পরিবর্ত্তে কেবল রোদন কোর্ত্তে লাগ্‌লেন। এপর্য্যন্ত সে বিষয় কাহার নিকট কিছুই প্রকাশ করেন নাই, এমন কি, সেই যুবকও তার কিছুই অবগত নন।

বিমলা। সে কামিনী দেখ্‌তে কেমন?

জ্ঞানদা। মা! সে কথা আর কি বোল্‌ব, মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় যদিও শোকদুঃখে তিনি মলিনা, তথাপি তাঁর কান্তি ও অঙ্গসৌষ্টব দেখ্‌লে বোধ হয়, তিনি সামান্য নারী না হবেন। যেন সাক্ষাৎ যোগমায়া জগদ্ধাত্রী যোগ পরিত্যাগ কোরে কোন ছলনায় জগতী-তলে জন্মগ্রহণ কোরেছেন, অথবা স্বয়ং কমলা কোন ঋষিবরের অভিসম্পাতে স্বর্গভ্রষ্ট হোয়ে ভূপৃষ্ঠে পতিত হোয়েছেন।

বিমলা। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া স্বগত) তাইত এ কামিনীটী কে? আর কেনই বা ওরূপ অবস্থায় আছেন? জ্ঞানদা যেরূপ বোল্লে তাতে মনোমধ্যে নানা

প্রকার চিন্তার উদয় হোচ্চে, পরিচয় জিজ্ঞাসা কোর্‌লে তিনি নিরুত্তর হোয়ে কেবল মাত্র রোদন করেন, অবশ্যই এর মধ্যে কোন গূঢ় কারণ আছে? যদি দুর্দ্দৈব বশতঃ সহসা জলমগ্ন হোয়ে থাকেন, তাতেত কথনই আত্মবৃত্তান্ত গোপনের আবশ্যক দেখি না, অথবা রোদনেরও কোন প্রয়োজন করে না, তা হোলে তাঁর পুনর্জীবন লাভের পর অবশ্যই তিনি আত্মবৃত্তান্ত লোকের নিকট প্রকাশ কোরে যথাস্থানে যেতেনই, কিন্তু এ যেন কোন লজ্জা বা ঘৃনার ভাব দেখ্‌চি। ভাল! আমাদের মহারাণী শচীদেবীওত শুনেছিলেম আত্মহত্যার মানসে সসত্ত্বাবস্থায় মালিনী নদীতে মগ্ন হোয়েছিলেন, তবে এই বা তিনি! (চিন্তা করিয়া) তা বলাও যায় না, যাঁর লীলা তিনিই জানেন, কোথাকার জল যে কোথায় মরে, তা কে বোল্‌তে পারে! তা হোলেত ভালই হয়. সে যুবকের বয়স অবগত হোলেও এখন কতক বুঝ্‌তে পার্‌ব। (প্রকাশে) হাঁ জ্ঞানদা! মা! সে যুবকের বয়স কত জান?

জ্ঞানদা। মা! তাঁর বয়ঃক্রম আনুমানিক ষোড়শবর্ষ বোধ হয়।

বিমলা! (স্বগত) তবেত মনের সঙ্গে প্রায়ই মিল্‌চে। যা হউক! বালকটির যেরূপ রূপগুণ ও বয়স, তাতে মধুমতীর অযোগ্য পাত্র বোলে বোধ হয় না। যদিও এখন তার কুলশীলাদির পরিচয় কিছুই জ্ঞাত নাই, তথাপি তিনি যে কোন মহৎ বংশোদ্ভূত, তা

এখন আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস হোচ্চে। (প্রকাশে) দেখ মা জ্ঞানদা! তোমার কথা শুনে এখন আমার নিতান্ত ইচ্ছা হোচ্চে যে তাঁর সহিত আমার মধুমতীর শুভ পরিণয় দিই। তা একবার তাঁকে বোলে দেখি, তিনি কি বলেন?

জ্ঞানদা। মা! আপনাকে সাহস কোরে বোল্‌তে পারি, পিতা এরূপ সৎপাত্রে প্রিয়সখীকে সমর্পণ কোর্‌লে আপনারা সুখী হবেন এবং প্রিয়সখীও মনোমত পতিলাভে সুখী হবেন।

বিমলা। দেখ, সকলই ভবিতব্য, তবে চল এখন যাই।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

(বিমর্ষ ভাবে রাজা, মাধব্য ও সভাপণ্ডিত আসীন।)

রাজা। (দীর্ঘ নিঃশ্বাসে) বয়স্য! সে কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর, আমি যে কি ভাবি, সে কথা তোমরা শুনে আর কি কোর্‌বে বল?

মাধব্য। মহারাজ! এক কড়া পরিপূর্ণ দুগ্ধ অল্প

জ্বাল পেলেই খানিকক্ষণ তাতে ঘুট্ মুট্ কোরে পরিশেষে যেমন উৎলে পড়ে তেমনি মিষ্টান্নের পরিবর্ত্তে যদি এক পেট পরিপূর্ণ ভাবনাই ধুকপুক কোর্ত্তে লাগ্‌লো, তবেত আখেরে খানেখারাপী হবার সম্ভাবনা। দুশ্চিন্তায় যে লোকের শ্রীভ্রংশ করে—লোককে একেবারে উন্মত্ত করে, তাকি আপনি জানেন না?

পণ্ডিত। তার সন্দেহ কি? "চিন্তাজ্বরো মনুষ্যাণাং।"

মাধব্য। (অহ্লাদে উঠিয়া পণ্ডিতের প্রতি) এই মশায়! আপনি মনের কথা টেনে বোলেছেন, একটু পদধূলি দিন (পদধূলি লওন), আপনিও একবার শাস্ত্রসম্মত—যুক্তিসঙ্গত কথা দ্বারা মহারাজকে গোটাকতক বোঝানত, আমিত আর পাল্লেম না, হারমেনেছি। (রাজার প্রতি) মহারাজ! আজ আমি আপনার ও ভাবনাটি জান্‌ব, দেখুন আপনি বোল্লেন যে তোমরা শুনে কি কোর্‌বে? সত্য বটে, আমরা আপনার সে চিন্তার প্রতিবিধান কোর্ত্তে পারব কি না বোল্‌তে পারি না, তথাপি আপনার মনোদুঃখের কথা আমাদের কাছে ব্যক্ত কোর্‌লে আপনার সে মনোবেদনার অনেক লাঘব হবে। দেখুন, এই যে স্ত্রীলোকেরা এত হর্ষে কালযাপন করে কেন, তারা সখীদের কাছে মনের কথা খুলে বলে বোলেই না? তাদের সে দুশ্চিন্তার বোঝা তারা পাঁচ জনকে বোলেই খালাস কোরে ফেলে।

রাজা। হা হা হা! সখে! এত ভূমিকার আঁটুনি কোথায় শিখলে? তুমি যে একেবারে সরস্বতীর বরপুত্র হয়ে পোড়্‌লে দেখ্‌তে পাই।

মাধব্য। তা নয়ত কি মহারাজ! আপনি বুঝি আমাকে মূঃখু ঠাওরান, তা মনেও কোর্‌বেন না। চার বেদ, চোদ্দ-শাস্ত্র, অষ্টাদশ পুরাণ আর স্বরব্যঞ্জনের ছেচল্লিশটি বর্ণ সমুদায় আমার কণ্ঠস্থ, তার পরে ভোজনবিলাসী গোস্বামীর কাছে ফলার-তত্ত্ব উত্তম রূপ শিক্ষা কোরে ময়রা-লোক প্রাপ্তি কামনায় নির্ম্মল শূভ্রবর্ণ সুতার মণ্ডামন্ত্রে দীক্ষিত হোয়েছি, আমি সে অবধি গোল্লাব্রতের ব্রতী।

রাজা। (ইষদ্ধাস্যে) বটে, এমন ধারা, তাত জান্‌তেম্‌না, তা কৈ ছেচল্লিশটি বর্ণের দুট একটার নাম কর দেখি, শুনি?

মাধব্য। (স্বগত) এই বারত আমার দফা রফা দেখ্‌তে পাচ্ছি, খুবত আস্ফালনটা করা হোয়েছে; এখন শেষ রক্ষা হওয়াই দায়। বাড়ীর পাশে মুদী বেটারা পুতী পড়ে তাই শুনে আমার যা কিছু শিক্ষা। তা ভাল, মান্‌টাত এখন ভালয় ভালয় রাখ্‌তে হবে। তা দেখা যাক।

রাজা। কৈ হে! এত বিদ্যে থাক্‌তে চুপ কোরে রইলে কেন?

মাধব্য। আচ্ছা না চুপ কোরে থাক্‌ব কেন? ভেবে চিন্তে বোল্‌তেত হবে। না অমনি মূঃখুর মতন যা

ইচ্ছা তাই বোলে যাব; তা হবে না। শর্ম্মাত আর কিছু মূঃখু নন। অনেক ভেবে চিন্তে বোল্‌তে গেলেই সময় লওয়া চাই। বিশেষতঃ ও সব পুরাতন পাঠ কতকাল দেখা শোনা নাই, চর্চ্চা ভিন্ন কি শীঘ্র বলা যায়? কত ভুলে যাওয়া গেছে, তবে তুই একবার বোলে দিলেই এখন আবার সেটা স্মরণ হোতে পারে। তা বস্থন, মনে কোরে বোল্‌চি। (চিন্তা করিয়া) ক খ গ ঘ ণ (আন) কেমন হোয়েছেত; আপনি একটা শুন্‌তে চেয়েছিলেন, আমি একেবারে পাঁচটা শুনিয়ে দিয়েছি।

পণ্ডিত। হাঁ, ঠিক্ হোয়েছে, অভ্রান্ত বটে। তা না হবে কেন, আপনি বড় লোক অপূর্ব্ব জ্ঞানী। *

মাধব্য। হাঁ মহাশয়! আপনি ঠিক ঠাওরেছেন, আমি আমার গিন্নীর চেয়ে মাথায় এক বিগতেরও বড়? তা যাক্, ও দু একটা বর্ণের নাম শুনে আমার ক্ষমতা কি জান্‌বেন। দু একটা পুরাণের কথা শুনুন।

রাজা। কৈ বলনা, শোনা যাক্।

মাধব্য। শুনিয়া রামের কথা হাসে দুর্য্যোধন। লঙ্কা ছাড়ি কৃষ্ণ তবে কৈল পলায়ন॥ অর্জ্জুনের কথা শুনি নিশুম্ভ ক্রোধিল। হেন কালে হনুমানে সুগ্রীব বধিল॥ চড় খেয়ে রক্তবীজ করে পলায়ন। অযোধ্যায় রাজ্য করে রাজা দশানন॥ শ্রীরাম রাবণ তবে দুই সহোদর। রেবতী লইয়া যুঝে সহ পুরন্দর॥ সীতারে হরিয়ে নিল

* অপূর্ব্ব জ্ঞানী অর্থাৎ অজ্ঞানী।

অজের নন্দন। কন্দর্প আসিয়া বাণ হানিল তখন॥ ক্রোধে জাম্বুবান আসি উদ্ধারে সীতায়। দ্রৌপদী হরিল বালী আসি মথুরায়॥ গুহকের সঙ্গে তবে মিতালী করিয়ে। সুখে রাজ্য করে দোঁহে হস্তিনা পাইয়ে॥

রাজা। হা হা! বাঃ! পুরাণ অতি উত্তম শিক্ষা হোয়েছে। তা বেদান্তের কিছু শুনিয়ে দাও।

মাধব্য। তায় ক্ষতি কি? কিন্তু মহারাজ! বেদান্ত অতি কঠিন. আমি আপনার অনুরোধে শোনাব বটে, কিন্তু আপনি তা বুঝ্‌তে পারবেন না; বুঝ্‌তে পাল্লে অত্যন্ত ভক্তির উদয় হবে। তা শুনুন একটা, "অদ্যাপি-তাং কনকচম্পাকদামগৌরীং, ফুল্লারবিন্দবদনাং তনু লোমরাজীং সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বললালসাঙ্গীং, বিদ্যাং প্রমাদ গণিতামিব চিন্তয়ামি॥" শুন্‌লেন্‌ত মহারাজ! এতে কি ভক্তির উদয় হয় না?

পণ্ডিত। হাঁ ভক্তির উদয় হয় না? এতে অতিভক্তি পর্য্যন্ত হোয়ে থাকে। তা আপনার, ন্যায় কি স্মৃতি শাস্ত্রের কিছু জানা আছে?

মাধব্য। থাক্‌বে না কেন? আপনি যে একেবারে ন্যাকার সদ্দার হোয়ে পোড়্‌লেন, দেখ্‌তে পাচ্চি: ঐ ন্যায়েতেইত আমার মস্তিষ্ক গরম হওয়ায় সর্ব্বদাই অন্যায় হোয়ে পড়ে, আর স্মৃতির কথা কি বোল্‌চেন, স্মৃতিতেইত আমি আত্মবিস্মৃত হই।

পণ্ডিত। ভাল, অমরকোষ ও ব্যাকরণাদি কিছু জানা আছে?

মাধব্য। ও কোষ মাত্রই আমি জানি। (মুখ ভঙ্গী করত) এত বড় বড় বিষয়ের আলোচনা হোয়ে গেল, তার কিছু হোল না, এখন কাঁঠাল-কোষ, মধুকোষ, অমর-কোষ পরীক্ষা কোরে ঠকাতে এলেন। ওর বেশীত আর কিছু জানা নাই, তা ঘূরে ফিরে আবার কোষ বার কোল্লেন। এই লও তোমার কোষ " দ্বয়োর্বিভাসয়োর্মধ্যে বিধির্নিত্যং" অর্থাৎ "দ্বয়ো" কি না দুই, "র্বিভা" অর্থাৎ বিয়ে, "সয়োর্মধ্যে" অর্থাৎ শয্যা মধ্যে, "বিধির্নিত্যং" অর্থাৎ বিধি স্বরূপ যে পুরুষ তিনি, "নিত্যং" অর্থাৎ প্রত্যহ। তবে কি না, যে পুরুষের দুই বিবাহ তার নিত্য সুখ ফাঁক যায় না। আজ ইনি কাল তিনি। কেমন এই হোলত তোমার অমর কোষ, আরে আমাকে আবার অমর কোষ জিজ্ঞাসা কোরে পরীক্ষা, অমর কোষ মানে কি তাই আগে জান, তার পর প্রশ্ন কর। অমর কোষ অর্থে যে কোষ অমর, মরে না নিত্যই থাকে, তাকে বলে অমর কোষ। কৈ এখন ব্যাকরণ কি পরীক্ষা কোর্ত্তে হবে, এই বেলা কোরে ফেল।

রাজা। হা হা! ঐ তোমার অমর কোষই বটে।

পণ্ডিত। মহাশয়! রাগ কোরবেন না, আমি কি আপনাকে পরীক্ষা কোর্ত্তে পারি? তবে কি না; দুই একটা বিদ্যা প্রসঙ্গ করা যাচ্চে।

মাধব্য। হাঁ, তার সন্দেহ কি? বিদ্যায় প্রসঙ্গই সুন্দর। (আত্মগত) আহা! "বিনানিয়া বিনোদিয়া

বেণীর শোভায়। সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।”

রাজা। (পণ্ডিতের প্রতি) এ বেল্লিকটে কি বলে?

মাধব্য। মহারাজ! এ বিদ্যা প্রসঙ্গ হোচ্চে।

রাজা। হঁা, তোমার বড় বিদ্যা, কৈ ব্যাকরণ বোল্‌তে চাচ্ছিলে, বলনা উষ্মবর্ণ কারে বলে?

মাধব্য। হা হা! তাও জানেন না মহারাজ! এই “উষ্ম” মানে রাগ, আর “বর্ণ” শব্দে রূপ বা রং, অর্থাৎ ক্রোধ রূপ, এই এম্নি। (উঠিয়া ক্রোধাকারে মুখভঙ্গী।)

সকলে। উচ্চ হাস্য।

রাজা। বেশ পোড়েছ, ব্যাকরণ কি অবধি জান?

মাধব্য। কেন, স্বর ব্যঞ্জন অবধি ধাতু সন্ধি সব জানি।

রাজা। এত শিখেছ, তা কৈ ধাতু কারে বলে বল দেখি?

মাধব্য। মহারাজ! আপনাকে প্রতি কথায় জিজ্ঞাসা কোরে অত কষ্ট পেতে হবে না, আমি পূর্ব্বে যা পেড়েছি তা সব একে একে বোল্‌চি আপনি শুনুন। এই সোনা, রূপো, পেতল, কাঁসা ইত্যাদিকে ধাতু বলে। বিবাহের পর দুই রাজার মিলনের নাম সন্ধি, যথা—রাম-লক্ষণৌ। আর স্বরব্যঞ্জন বড় সহজ কথা নয়, মহারাজ! স্বর অনেক প্রকার, যথা—দুধের স্বর, দৈয়ের স্বর, ক্ষীরের স্বর, পঞ্চ স্বর, কোকিলের স্বর ইত্যাদি এবং আনাজ

সহ মসলা সংযোগে অগ্নিপাক মাত্রকেই ব্যঞ্জন বলে, ব্যঞ্জন বিবিধ প্রকার।

রাজা। বা বা! সখা! বড় লায়েক হোয়েছ যে, দিন দিন তোমার বিদ্যা বুদ্ধির যেরূপ দৌড় দেখা যাচ্চে, ধর্ম্মরাজ যম বা তোমাকে তাঁর সভা পণ্ডিত কোর্ত্তে লয়ে যান।

মহারাজ। গুজোবটা এমনিই উট্‌চে বটে, কিন্তু আমিত আপনাকে ছেড়ে এক দণ্ড কোথাও থাক্‌তে পারি না। বিশেষতঃ যে কি এক চিন্তা দ্বারা আপনাকে ব্যাকুল কোরেছে, এতে কোরে আমি কি এখন আর কোথাও গিয়ে স্থির থাক্‌তে পারি? ভাল, আপনার এমন কি চিন্তা এসে উপস্থিত হোল? আমিত আপনার সে চিন্তার বিষয় ভেবে কৈ কিছুই স্থির কোর্ত্তে পারিনে। আহার বিহারের যা কিছু তাত সকলই আছে, কাহার সহিত বিদ্রোহও নাই, তবে আর চিন্তার বিষয় কি?

রাজা। সখে! এসকলের চিন্তা আমি কিছুই কোচ্চি না, আমার চিন্তা কেবল সেই চিন্তামণিই জানেন। দেখ, আমার এখন এত বয়স হোলো, অদ্যাপিও পুত্র-মুখ দেখ্‌তে পেলেম না, যে, ভবিষ্যতে আমার এই সব রক্ষা হয়। যদি বা একটি হবার আশা ছিল, তাও জ্যেষ্ঠা মহিষীর আত্ম-হত্যাতে সে আশা গেছে। তার পর কনিষ্ঠা মহিষীর উৎকট পীড়ায় মৃত্যু হওয়াতে কোন আশাই নাই। তা দেখ ভাই! অন্তিম

আমি চক্ষুঃ মুদিত কোল্লেই সেই পর্য্যন্ত আমার পিতৃ-পুরুষগণের শ্রাদ্ধতর্পণাদি পারলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সকল একেবারেই লোপ হবে, এ রাজ্যও অরাজক বা শত্রুগণের অধিকৃত হবে, আর আমারও পুন্নাম নরক হোতে নিষ্কৃতি পাবার উপায় হবে না।

মাধব্য। সে কি মহারাজ! আপনি যে এরি মধ্যে হতাশ হোয়ে এলিয়ে পোড়্‌লেন, আপনার কি পুত্র হবার সময় এর মধ্যেই ফুরিয়ে গেল? এখন অনায়াসে আর একটা কেন বিবাহ করুন না, তা হোলেত আর ছেলের ভাবনা ভাব্‌তে হবে না, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সম্বৎসরের মধ্যে একেবারে ষোড়শ-বর্ষীয় পুত্রের পিতা হোয়ে পোড়্‌বেন। তবে সে নবমহিষী যদি দুর্ভাগ্যক্রমে বন্ধ্যা হন, না হয় আর একটি বিবাহ করুন, রাজাদেরত এমন গণ্ডা গণ্ডা বিবাহ হোয়ে থাকে, আপনারত এখন গণ্ডাই পরিপূর্ণ হয় নাই, তার আর ভাবনা কি? নইলে একি কুমারব্রতে তুলসী দেবার কর্ম্ম! তবে যদি রাজ্য রক্ষা কোর্ত্তে গিয়ে তাঁদের রক্ষা ভার বোধ হয়, তবে কেন প্রতিনিধি রাখুন না, রাজাদেরত এমন ক্ষেত্রজ সন্তান হোয়ে থাকে।

রাজা। দূর বেহায়া, যা মুখে আসে তাই বলে।

মাধব্য। (সভয়ে রাজার পার্শ্বে গিয়া) "উচিত কথায় দেবতা তুষ্ট, উচিত কথায় মানুষ রুষ্ট। উচিত বোল্‌তে গেলেই দোষ, উচিত বোল্লেই সবার রোষ।"

রাজা। মূর্খ! যা মুখে আসে তাই বোলে ফেলে,

তার আর বিচার নাই। ওরে পাগল! যখন আমার ফলবান বৃক্ষ নষ্ট হোল, তখন কি আবার নূতন বৃক্ষ রোপণ কোরে তার ফল-ভোগের এখন আর আশা করা যায়।

মাধব্য। তবেই হোয়েছে—তবেই দেখ্‌চি আপনি খুব রাজত্ব কোর্‌বেন? মহারাজ! সংসারের নিয়মই এই, কত হয় কত যায়, তা বোলে কি নিরাশ হোয়ে বোসে থাক্‌লে কাজ চলে? আর আপনার এমনই বা কি বয়স হোয়েছে যে, আপনি একেবারে পুত্রের আশায় নিরাশ হোলেন? শ্যামকেশের মাঝে মাঝে দুচার গাছি পলিত কেশ দেখেই বুঝি ঠাওরালেন যে, আপনার পুত্র হবার সময় গেছে?

রাজা। ওরে মূর্খ! আর বয়সের কমী কি? কেবল ভীমরতীর কাল অবশিষ্ট মাত্র।

পণ্ডিত। মহারাজ! অপরাধ ক্ষমা কর্‌বেন, আমিও আপনার বয়ঃক্রম জান্‌তে ইচ্ছুক।

রাজা। তা বড় কম নয়, ষষ্টি বৎসর হয়েছে।

মাধব্য। (লম্ফন সহকারে উঠিয়া চীৎকার করত) অ্যাঁ! ষষ্টি বৎসর, কখনই না কখনই না, আমি জন্মাবধি আপনাকে ঐ এক রকম দেখে আস্‌চি; ঘেঁটের কোলে পা দিয়ে আপনার বয়স তত হবে না?।

রাজা। ওরে বেল্লিক! চেঁচাস্‌নে, স্থির হ, বলি আমার বয়স যাট বৎসর বোল্লেম, একথাটা তোমার কাছে মিথ্যা হোল; আর জন্মাবচ্ছিন্নে তুমি আমাকে এই

রূপই দেখ্‌চ, সেইটে সত্য, তার মানে কি? তবে কি আমি এই রূপই ভূমিষ্ঠ?

মাধব্য। মানে অভিধানে দেখুন গিয়ে. 'আপনি ঐ রূপই ভূমিষ্ঠ নয়ত কি? ষাট্ ষাট্, আর ও কথা মুখেও আন্‌বেন না। আপনিত মার পেটেই অত বড়, তখনও জিব বুলুতেন, এখনও তাই করেন; তবে আর পবির্ত্তনটা কি হোলো?

পণ্ডিত। মহারাজ! যদিই এখন আপনার ষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রম হোয়েছে, তথাপি এখনও বিংশ বৎসর পর্য্যন্ত পুত্র লাভের আশা আছে; পুরুষের অশীতি বর্ষ পর্য্যন্ত সন্তান উৎপাদিকা শক্তির নিরূপিত কাল।

মাধব্য। আরে, রেখে দিন ঠাকুর আপনার আশী, কতলোকের ভীমরতীর পরেও পৌনে দশ গণ্ডা ছেলে মেয়ে হোয়েছে। হবে না কেন, ক্ষমতা থাক্‌লে হয়.— ক্যারামতি দেখাতে পাল্লে হয়, সেকি আর গাড়োল গুলোর কাজ?

রাজা। ভীমরতীর পর যে ছেলে হয় সে আর তার বাপের নয়।

মাধব্য। বাপের না হোক, মায়েরত বটে, তবে আর মন্দই বা কি? মার কোল জুড়িয়ে তাকেত বাবা বোলে ডাক্‌বে?

রাজা। সে বলায় আর না বলায় সমান, যদি কেবল বাবা কথাটি বলবার জন্য এত হয়, তবেত নিত্য অতিত ভিকারীর জন্যে অবারিত দ্বার কোল্লে তারা

সর্ব্বদাই এসে "বাবা! দান কর বাবা!" বলে ডাক্‌বে, তাহোলেই বাবা বলার সাধ মিটে গেল?

পণ্ডিত। (ঈষদ্ধাস্যে) তার আর সন্দেহ কি? আপন ঔরস-পুত্র ভিন্ন কি কখন সে আনন্দ পরিপূর্ণ হোতে পারে? পুত্রের নিমিত্তই দারা, পুত্র হোতে পিতৃকুল পুন্নাম নরক হোতে নিষ্কৃতি পান, অতএব পুত্র-মুখাবলোকনে বঞ্চিত ব্যক্তির অপেক্ষা হতভাগ্য আর কে আছে? "পুত্রপ্রয়োজনাদ্দারা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনাৎ।" তা মহারাজ! এ অতি পরিতাপেরই বিষয় বটে।

মাধব্য। (স্বগত) আমি মহারাজকে বিমনা দেখে প্রকারান্তরে পরিহাসচ্ছলে ভোলাতে এলেম, বেটা কি না বিদ্যে ছর্‌কুটে এক শ্লোক ছেড়ে দিয়ে বোল্লে, "এ অতি পরিতাপেরই বিষয় বটে।" বেটা আমার কি পণ্ডিত এলেন রে! ওঁয়াকে রাজা তামাসা কোরে পণ্ডিত পণ্ডিত বলেন বোলে উনি ভাবেন যে, তবে আমি কি হনু, আরে হবে আর কি? ওরে মূর্খ! তাও জান না যে, এ পণ্ডিত মানে ধর্ম্মপণ্ডিত। *

রাজা। পণ্ডিতবর! দেখুন, স্বদারক্ষেত্রে আত্ম-ঔরসে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাকেই প্রকৃত বংশধর বলে; লোকে যে কি বুঝে ক্ষেত্রজ বা পোষ্যপুত্রের দ্বারা বংশ রক্ষা কোর্ত্তে চায়, আমি তারত কিছুই বুঝ্‌তে পারি না। আহা! দুগ্ধের আস্বাদ যদি ঘোলে মিটত, তবে আর ভাবনা ছিল কি?

* অর্থাৎ ভোম।

পণ্ডিত। যথার্থ কথা মহারাজ!

মাধব্য। (দূরে মন্ত্রিসহ রতিকান্তকে আসিতে দেখিয়া স্বগত) এই যে মন্ত্রী মহাশয় এখানে আস্‌চেন, আঃ! একা এই পণ্ডিতটাতেই রক্ষা নেই, আবার উনি আস্‌চেন। এঁরা দুটি যেন মাণিক-যোড়, যখন সামনা সামনি দুজনে গিরগিটের মতন ঘাড় নাড়তে নাড়তে কথা কন, তখন কি চমৎকারই দেখায়! যা হোক! এঁরা দুটিই আমোদের পক্ষে অকালের বাদল, আর নয়ত প্রকৃত জোলাপ্ বোল্লেই হয়। আহা! ওঁর সঙ্গে যে একটি সুন্দর ছেলে দেখ্‌তে পাচ্চি! বাঃ! বেশ ফুট্‌ফুটে ছেলেটি। উটি কার ছেলে? (কিঞ্চিদ্ভয়ে) না বাবা ও যে ঋষিপুত্র, বাবারে, আগুন বোল্লেই হয়, না, কাজ নেই অমন কুদৃষ্টিতে ওঁরে দেখ্‌ব না।

(মন্ত্রিসহ রতিকান্তের প্রবেশ।)

মন্ত্রী। মহারাজের জয় হোক।

রাজা। তবে সংবাদ কি?—(রতিকান্তকে দেখিয়া স্বগত) এ পরম সুন্দর নবকুমারটি কে? আহা! কি চমৎকার রূপ! দেখ্‌লে বোধ হয় যেন বিধাতা একে নির্জ্জনে বোসে সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন কোরে নির্ম্মাণ কোরেছেন। আহা! ঠিক যেন মহাদেব, কেবল অভাবের মধ্যে ললাট দেশে শীতবর্ণ অর্দ্ধচন্দ্র ও তন্নিম্নে একটি নয়ন, আর কণ্ঠে নীলরাগ ও ফণী হার মাত্র। যা হোক, এরে দেখে আমার মন এত ব্যাকুল ও

বাৎসল্য রসে আর্দ্র হোচ্চে কেন? (চিন্তা) হাঁ, হোতে পারে, অপত্যহীনতায় আমার মনের এখন এক প্রকার স্বতন্ত্র ভাব হোয়েছে। বালক দেখ্‌লে চিত্ত সহজেই প্রেম-প্রবণ হয়, তাতে আবার এ কিশোরটিকে যেরূপ রূপবান ও সরলপ্রকৃতি বোধ হোচ্চে, তাতে মনোমধ্যে ওরূপ ভাবের আবির্ভাব হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। আহা! এর মস্তকের জটাভার দেখে ঐ কোমলাঙ্গ অত গুরুতর ভার বহনের যে নিতান্ত অযোগ্য, ইহা আমার দৃঢ় প্রত্যয় হোচ্চে। শরতের পূর্ণ সুধাকর মেঘাবৃত হোলেও যেমন জ্যোৎস্না-জ্যোতি বিকীর্ণ কোরে জগতে আপন প্রভা প্রকাশ করে, এঁরও ভস্মাবৃত অঙ্গ হোতে তদ্রূপ মনোহর লাবণ্যের প্রভা বহির্গত হোচ্চে। কিন্তু এঁর অঙ্গ সৌষ্টবেত এঁরে প্রকৃত ঋষি-তনয় বোলে জ্ঞান হয় না, কারণ, এঁর শরীরে রাজচিহ্নেরত স্পষ্ট লক্ষণই অনুভূত হোচ্চে। (ভাবিয়া) ভাল, যদি ইনি কোন রাজকুলে জন্মগ্রহণ কোরে থাকেন, তবে এরূপ তাপস-বেশেই বা কেন? আহা! যদি এই নবকিশোর যথার্থই কোন রাজকুমার হন, তবেত সেই রাজা সৌভাগ্যশালী হোয়েও হতভাগ্য হোলেন বোল্‌তে হোচ্চে। তিনি যখন এমন পুত্রের পিতা, তখন অবশ্যই ভাগ্যবান্। কিন্তু হাতে অমূল্য নিধি পেয়েও যে ভোগ কোর্ত্তে না পায়, তার তুল্য হতভাগ্য এ জগতে আর কে আছে? অথবা যদি কোন কারণ বশতঃ তিনি

এঁরে তাপসব্রতের ব্রতী কোরে দৃষ্টিপথের বাহির কোরে থাকেন, তথাপিও আমি তাঁরে হতভাগা চণ্ডাল ভিন্ন আর কিছুই বোল্‌তে পারি না। আহা! এঁর এই বিশ্ববিমোহন তনু বহুমূল্য মণিময় আভরণ ও বিচিত্র বসন ভিন্ন কি এ রূপ বেশের উপযুক্ত? যা হক, আমি পাগল হোলেম না কি? মিছে-ভাবনা ভাবিই বা কেন? পরিচয় জিজ্ঞাসা কোল্লেইত সব জান্‌তে পারব এখন; কিন্তু তাও বলি, এরূপ বিশ্ব-বিমোহন মূর্ত্তি সন্দর্শনে সহজেই মন চঞ্চল হোয়ে পাগলের ন্যায়ই হয়। (চিন্তা করিয়া) ভাল, জিজ্ঞাসা কোরে দেখি। (মন্ত্রীর প্রতি প্রকাশে) মন্ত্রিবর! এই পরম সুন্দর নবীন কিশোর শারদীয় নির্ম্মল সুধাকরের ন্যায় উদিত হোয়ে কোন্ ঋষি কুলকে উজ্জ্বল কোরেছেন?

মন্ত্রী। আজ্ঞা মহারাজ—

রতি। মহারাজ! এ হতভাগা স্বয়ং ঋষি বা কোন ঋষিকুলোদ্ভব নয়। তাপস বেশধারী ভবদীয়াত্মজ, নাম রতিকান্ত, সসত্ত্বাবস্থায় মহারাজের প্রথমা-মহিষী, যিনি মালিনী নদীর অগাধ-জলগর্ভে অনায়াসে আত্মদেহ বিসর্জ্জন কোরেছিলেন, এদাস তাঁরই গর্ভ-জাত সন্তান।

রাজা। বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে চকিত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রতিকান্তের হস্ত ধারণ করত) অ্যাঁ! কি বোল্লে! তুমি মদীয়াত্মজ, জ্যেষ্ঠামহিষীর গর্ভসম্ভূত!

(সাশ্চর্য্যে মন্ত্রীর প্রতি) তবে মন্ত্রিবর! এত দিন আমাকে অবগত কর নাই কেন?

মন্ত্রী। (কৃতাঞ্জলি পুটে) পৃথ্বীনাথ! এ অধীন পূর্ব্বে এ সকল বিষয়ের বিন্দুমাত্র অবগত ছিল না।

রাজা। তবে এখনই বা ইহা কি রূপে অবগত হোলে?

মন্ত্রী। মহারাজ! অভয় দান করুন, ভবদীয় চরণে আদ্যোপান্ত নিবেদন কচ্চি।

রাজা। (মন্ত্রীর প্রতি) আচ্ছা তবে বল। (রতিকান্তের প্রতি) বৎস! এস তুমি পার্শ্বে উপবেশন কর। (যথা যোগ্য সকলের উপবেশন) কৈ মন্ত্রিবর! বল, শোনা যাক।

মন্ত্রী। নৃপেন্দ্র! এক দিবস আমার কন্যা মধুমতী স্বীয় সহচরীসহ মালিনী-নদীতে অবগাহন কোর্ত্তে যায়।

রাজা। তার পর?

মন্ত্রী। তার পর মহারাজ! সে স্নানাদি সমাপন কোরে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হবার সময় সেই নদীতটস্থ এক বৃক্ষতলে তাপসবেশী এই নবকিশোরকে সন্দর্শন কোরে একেবারে এঁর রূপের পক্ষপাতিনী হোয়ে সেই ক্ষণেই মনে মনে এঁরে বরণ করে।

রাজা। বটে এমন, তার পর?

মন্ত্রী। তার পর মহারাজ! সে, সে দিবস গৃহে প্রত্যাগমন কোরে ওঁর বিরহে অত্যন্ত কাতর হোয়ে স্বীয় সহচরীদ্বয়ের সঙ্গে যুক্তি কোরে অতি সংগো-

পনে এক সখীর দ্বারা স্বীয় মনোগত ভাব পত্রস্থ কোরে ওঁর নিকট প্রেরণ করে। পরে সেই সখী মালিনী নদীতীরস্থ মহর্ষি জ্ঞানাচার্য্যের আশ্রমে ওঁর নিকটে গিয়ে পূজা ও অর্ঘ্যপ্রদানচ্ছলে প্রকারান্তরে সেই পত্র খানি ওঁর হস্তে সমর্পণ করে। এবং পরিশেষে নানা কথাচ্ছলে তৎসম্বন্ধীয় তাবৎ বৃত্তান্ত ওঁরে বিজ্ঞাপন কোর্‌লে উনিও আমার মধুমতীকে লাভ কর্‌বার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হোয়েছিলেন।

রাজা। তার পর?

মন্ত্রী। এদিকে মধুমতীও ওঁর আশু মিলন অভাবে বিরহ বিকারে দিন দিন কৃষ্ণপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় মলিন হোতে লাগ্‌ল, তার প্রসূতি সখীদের কাছে ইহার কারণ সমস্ত অবগত হয়ে ঐ সকল বৃত্তান্ত আমাকে অবগত কোরে এই কুমারের সবিশেষ অনুসন্ধানে অনুরোধ করেন। পরে আমি আমার এক মাত্র কন্যার বাসনা পূর্ণ করার মানসে স্নেহপ্রবণ হোয়ে তত্ত্ব জান্‌তে সেই শান্তিপ্রস্রবণ মহর্ষির আশ্রমে গেলেম।

রাজা। তার পর, তার পর?

মন্ত্রী। তথায় প্রবেশ মাত্র হীনবেশা মলিনা রাজ্ঞীকে দেখে চমৎকৃত হোয়ে ক্ষণকাল স্থির ভাবে চিত্রার্পিতের ন্যায় অনিমিষ নয়নে তাঁরে নিরীক্ষণ কর্‌লেম।

রাজা। (বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া) কি রাজ্ঞীকে দেখ্‌তে

পেলে? তবে তিনি কি অদ্যাপিও জীবিত আছেন? (উঠিয়া) হা জীবিতেশ্বরি! তুমি অদ্যাপিও এ মর্ত্ত্য ভুবনে অলক্ষিতে অবস্থিতি কচ্চ? (পরিক্রমণ ও দীর্ঘ নিঃশ্বাসান্তে) আহা প্রিয়ে! এত তোমার জীবিত থাকা নয়, এ যে আমারই মৃতদেহে জীবন সঞ্চার! (ভাবিয়া মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রিবর! তবে কি আমার মহিষী এখনও সেই পবিত্র আশ্রমে পূজ্যপাদ মহর্ষি জ্ঞানাচার্য্যের চরণকমলাশ্রয়ে অবস্থিতি কচ্চেন?

মন্ত্রী। (যোড় করে) আজ্ঞা হাঁ নরনাথ!

রাজা। ভাল, মন্ত্রিবর! মহিষী তোমায় দেখে কি বল্লেন?

মন্ত্রী। নরনাথ! আমি রাজ্ঞীকে অভিবাদনান্তে তাঁর সেই রূপ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা কল্লে, তিনি তখন নিস্তব্ধ ভাবে কেবল রোদন কর্ত্তে লাগ্‌লেন। পরে আমি বিনীত ভাবে পুনঃপুনঃ তাঁকে বিরক্ত কোরে কারণ শ্রবণেচ্ছু হোলে, তিনি বল্লেন, মন্ত্রিবর! আমাকে আর সে লজ্জাকর শোকের কথা কেন জিজ্ঞাসা কচ্চ? দেখ, আমাকে বন্ধ্যা বিবেচনায় মহারাজ বংশরক্ষার মানসে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেছিলেন তাতে এক দিনের জন্যও সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হই নাই। তার পরে মহারাজকে সে এত দূর বাধ্য করে যে, রাজা আমার প্রতি যথেষ্ট স্নেহ সত্ত্বেও তার ভয়ে প্রকাশ্যে আমার গৃহে যেতে পার্‌ত্তেন না, সুতরাং আমার নিকট অতি সংগো-

পনে মহারাজের গমনাগমন হোতে লাগ্‌ল, আমি তাতেও কিছু মনে কর্ত্তেম না। ক্রমে সৌভাগ্য বশতঃ আমারই গর্ভসঞ্চার হোল, সপত্নীগণের চির প্রথানুসারে ছোট রাণী আমার হিংসা কর্ত্তে লাগ্‌ল,—আমাকে অকথ্য কথা কইতে লাগ্‌ল,—আমাকে সম্মুখে দেখ্‌লেই আপনার পরিচারিকাকে লক্ষ্য কোরে আমায় নানামতে শ্লেষ উক্তি কোর্ত্ত। অত কোরেও আমায় বিরক্ত কর্ত্তে না পেরে পরিশেষে এমন কটু কথা বোলে আমায় ক্ষুব্ধ কোল্লে যে, তা এখনও আমার মনে হোলে ঘৃণায় গলায় দড়ী দিয়ে মর্ত্তে ইচ্ছে করে। তবে আমার নাকি দেখ্‌চি অখণ্ড পরমায়ু, তাই আর অতটা ঘট্‌লো না, আমার পূর্ব্ব জন্মের পাপের ভোগ এখনও নাকি শেষ হয় নি, তাই শীঘ্র মরণ হোলো না, নতুবা অগাধ জলে নিমগ্ন হোয়ে আত্মনাশে কৃত-কার্য্য হোলেম না কেন?

রাজা। (সজল নয়নে) তার পর?

মন্ত্রী। তার পর এই বোলে অশ্রু মার্জ্জন কোরে বল্লেন যে, ছোট রাণী রটালেন যে রাজাত বড় রাণীর কাছে জাননা, তবে উনি কেমন কোরে অন্তঃসত্ত্বা হলেন? তবে কারুর সঙ্গে বুঝি গোপনে প্রণয় হয়ে থাক্‌বে, নতুবা এ রূপ হওয়া অসম্ভব। এই সব শুনে আমি আর নিজের গৃহের বাহির হতেম না, মনে মনে শুয়ে শুয়ে ভগবানকে ডাকতেম। ক্রমে আমার প্রসব সময় সংক্ষেপ হোয়ে এলে অবিবেচক লোকের পরা-

মর্শে মহারাজ কুলোচিত প্রথা ভঙ্গ কোরে আমাকে পিত্রালয়ে প্রসব কোর্ত্তে পাঠালেন; কোথায় রাজ-কুমার হোলে রাজ্যে নানাবিধ মঙ্গলসূচক উৎসব হবে,—দীনদুঃখী ব্রাহ্মণেরা দান পেয়ে পরমাহ্লাদে পুত্রের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে আশীর্ব্বাদ করবে, না কোথায়, যা কর্ত্তে নাই সেই গর্ভিণীকে নদী পার কোরে পিত্রালয়ে প্রসব কোর্ত্তে পাঠালেন। এতে যে লোকে স্পষ্টই ভাবলে যে ছোট রাণী যা বোলেছিল তাই বুঝি রাজা সপ্রমাণ কোরে আত্মমান রক্ষার জন্যে প্রকারা-ন্তরে বড় রাণীকে ত্যাগ কোল্লেন। বাস্তবিক তৎ-কালে লোকের এরূপ বিশ্বাস হওয়াও নিতান্ত অস-ম্ভাবিত নয়। আমি এই সমস্ত চিন্তা কোরে পিত্রালয়ে গমন কালে জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেম।

রাজা। (দীর্ঘ নিঃশ্বাসান্তে) হোতেই পারে, হা প্রিয়ে! তোমার তৎকালোচিত এ অভিমান যোগ্যই বটে; হায়! বিবেচনা করলে আমিই তোমার নিকট যথার্থই অপরাধী। (সজল নয়নে) আমি অতি নরাধম, পাষণ্ড, তোমার এই সমস্ত কষ্টের আমিই মূল কারণ। আমার প্রতি তোমার এরূপ অভিমান অযোগ্য ও অযৌক্তিক নয়। তুমি যথার্থই সতী, সাধ্বী এবং পতিপ্রাণা নারী। আহা! সেই প্রাতঃস্মরণীয় পঞ্চ-কন্যার মধ্যে তোমার নামটিও যোজিত হওয়া অতি আবশ্যক। হে চারুহাসিনি! তোমার সেই মৃগ-লাঞ্জন নয়নদ্বয় কখনই এ পাপ মুখ দেখবার যোগ্য

নয়, আমি প্রকৃত দুঃখরূপ শেল হয়ে তোমার হৃদয় ভেদ করেছি। (নয়ন মার্জ্জন করিয়া) মন্ত্রিবর! তার পর প্রিয়া আমায় আর কি বল্লেন, বল শুনে সুস্থ হই।

মন্ত্রী। তার পর বল্লেন, আমি যেই মাত্র জলে ঝাঁপ দিয়েছি, অমনি ধীবরগণের বিস্তারিত বাগুরা মধ্যে বদ্ধ হয়ে যাই, ধীবরেরা তৎক্ষণাৎ প্রকাণ্ড মৎস্য জ্ঞানে আমাকে তীরে উত্তোলন করে; আমাকে দেঁখে তথায় এক কোলাহল উপস্থিত হয়; সেই কোলাহলে তটস্থিত মহর্ষি জ্ঞানাচার্য্য তথায় উপস্থিত হোয়ে আমার অল্প চেতন আছে যেনে আমাকে জাল হোতে উদ্ধার কোরে আপন আশ্রমে লোয়ে যান, এবং নিজ অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন ও রক্ষা করেন। আর যথাকালে আমি সেই আশ্রমে কুমার রতিকান্তকে প্রসব কোল্লে তিনি যথাশাস্ত্র ইহার জাতকর্ম্মাদি স্বয়ং সমাপনান্তে যথাকালে শিক্ষা দান কোরে আপন দৌহিত্রের ন্যায় এঁরেও প্রতিপালন করেন। কিন্তু আমি যে কে, এই বৃত্তান্ত মুনিবর জিজ্ঞাসা কর্‌লে, আমি লজ্জায় তাঁর নিকট কিছু প্রকাশ করি নাই, এবং কুমারও এসকল বিষয় কিছুই জানিত না, এই বোলে পুনর্ব্বার কি ভেবে রোদন কোর্‌লে আমি তাঁরে সাধ্যমত সান্ত্বনা কোর্‌লেম।

রাজা। এত দুর, ওঃ কি কষ্ট! প্রিয়ে! আমার এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? (শোক সম্বরণ

করিয়া) যা হোক, মন্ত্রিবর! মহর্ষি জ্ঞানাচার্য্যের অনুকম্পায় প্রিয়া আমার জীবিত আছেন। হে মহর্ষে! আমি উদ্দেশে আপনার চরণে কোটি কোটি প্রণিপাত করি,. (প্রণাম।) তপঃপ্রভাবে আপনারা ত্রিকালজ্ঞ, মনে কোর্‌লে স্বকীয় ব্রাহ্মতেজে মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জ্জীবিত কোর্‌তে পারেন, আপনাদের অসাধ্য কিছুই নাই, (পুনঃ প্রণাম।) মন্ত্রিবর! তার পর রাজ্ঞী আর কিছু বোল্লেন?

মন্ত্রী। তার পর মহারাজ! আমাদিগের সকলের কুশল জিজ্ঞাসা কোরে মহারাজের শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম জানালেন এবং কনিষ্ঠা রাজ্ঞাকে আশীর্ব্বাদ কোর্‌লেন।

রাজা। (সজলনয়নে) আহা! সুশীলা রমণীর এই রূপই প্রকৃতি বটে, পরম শত্রুরও কুশলাকাঙ্ক্ষিণী হয়। (মন্ত্রীর প্রতি) তার পর তুমি কি বোল্লে?

মন্ত্রী। নরেন্দ্র! আমি তাঁকে আমাদের কুশলাদি সমাচার, আর মহারাজ যে তাঁর বিরহে সর্ব্বদাই আমাদের নিকট শোক প্রকাশ কোরে বিমর্শ হন্, এই সমস্ত জ্ঞাত কর্‌লেম. এবং উৎকট পীড়ায় কনিষ্ঠা মহিষীর মৃত্যুসংবাদ দিয়ে তাঁকে রাজধানীতে লয়ে আস্‌বার কথা বল্‌লেম, তাতে তিনি কুমারকে আমার সহিত প্রেরণ কোর্‌লেন, এক্ষণে মহারাজের আজ্ঞার প্রতীক্ষায় আছেন।

রাজা। সচিব! আজ আমার কি সুপ্রভাত! এত দিনে পদ্মযোনি প্রজাপতি এ নরাধমের প্রতি সদয় হোলেন! দেখ, মন্ত্রি! আমার এখন এ সুখের কেবল তুমিই এক মাত্র হেতু বোল্‌তে হবে; স্ত্রীপুত্র লাভে আমার এখন যেরূপ সুখ, তোমার মধুমতী যে আমার পুত্র-বধূ হবেন, এ শুনেও ততোধিক সুখ হোলো। শেষে যে আমার অদৃষ্টে এত সুখ হবে, এক দিনের জন্য স্বপ্নেও আমি তা জানি না। এক কালে স্ত্রীপুত্র ও পুত্র-বধূ লাভ, সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নয়! দেখ, মন্ত্রি! মধুমতী যে আমার রতিকান্তের পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক, এ শুনে আমি যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হোলেম। এখন তুমি দ্রুত-গামী রথ লোয়ে ত্বরায় মহর্ষির পদে আমার প্রণাম জানিয়ে অতি যত্নে প্রিয়া-সহ তাঁহাকে এখানে আনয়ন কর।

মন্ত্রী। (উঠিয়া) যে আজ্ঞা মহারাজ!

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

রাজা। (পরিক্রম করিতে করিতে স্বগত) রাজ্ঞীকে যদি ধীবরেরা না তুল্‌ত এবং মহর্ষি জ্ঞানাচার্য্য যদি কৃপা কোরে রক্ষা না কোর্‌তেন, তবেত নিশ্চয়ই তাঁর প্রাণবিয়োগ হোত এবং আমাকেই বিনা কারণে স্ত্রীহত্যা পাপের পাপী হোতে হোত। যা হ'ক, পিতৃপুণ্যে ভাগ্যে ভাগ্যে সে দায় হোতে এবার নিষ্কৃতি পেলেম। (রতিকান্তের প্রতি) বৎস! তোমাকে ওরূপ হীনবেশে দেখে আর স্থির থাক্‌তে পারি না,

হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হোয়ে যাচ্চে, এখন পরিচ্ছদাগারে গিয়ে বংশোচিত বেশ-ভূষা পরিধান কর। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে) এখানে কে আছিস রে —

নেপথ্যে। ধর্ম্মাবতার——

(প্রতীহারীর প্রবেশ।)

প্রতি। স্বামিন্! ভৃত্যের প্রতি কি আজ্ঞা হয় ?

রাজা। ত্বরায় কুমারকে পরিচ্ছদাগারে লোয়ে গিয়ে জটাচ্ছেদ কোরে রাজোচিত বেশভূষায় সুসজ্জিত কোরে দাও।

প্রতি। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য।

রাজা। (রতিকান্তের প্রতি) বৎস! এখন বেশ-ভূষা করগে।

রতি। (যোড়করে) পিতঃ! আপনার যেরূপ অভিরুচি।

[রতিকান্ত ও প্রতিহারীর প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) আহা! আজ আমি চরিতার্থ হোলেম। "পিতঃ" এই সম্বোধনে আমার সর্ব্বশরীর পুলকে প্রফুল্ল হোলো, আমি এখন মর্ত্ত্যে থেকেও যেন স্বর্গসুখ অনুভব কোচ্চি। এখন একবার প্রিয়াকে দেখ্‌লেই এক প্রকার দুঃখ দূর হয়। পরে মন্ত্রিকন্যার সহ রতিকান্তের বিবাহ দিয়ে ওরে রাজ্যাভিষিক্ত কোরে সদার বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন কোর্‌ব। রাজ্ঞী এত কাল একাকী মনোদুঃখে তপোবনে কালক্ষেপ কোরেছেন, এখন তথায় উভয়ে একত্রে

পরম সুখে অবস্থান পূর্ব্বক নিত্যসুখপ্রদ সনাতন ধর্ম্ম অবলম্বন কোরে সুখে অমরত্ব লাভ কোর্‌ব। (বলিতে বলিতে) কৈ মন্ত্রীত অনেকক্ষণ গিয়েছেন? এখন কেন আস্‌চেন না, এত বিলম্বের কারণ কি? তবে কি মহিষী এখানে আস্‌তে অসম্মত? না এমন কখনই নয়; এরূপ সুশীলা পতিব্রতা রমণী কি কখন পতির আদেশ লঙ্ঘন কোর্‌বেন? বোধ হয়, বিলম্বের অপর কোন কারণ থাক্‌বে?

বেহাগ, ঢিমে তেতালা।

জয় দেবনারায়ণ, সত্যসনাতন,
ত্রাহি জনার্দ্দন, দীনবরে।
জয় ব্রহ্মপরাৎপর, বিশ্বতমোহর,
দেব গদাধর, বিষ্ণুহরে।
জয় বিশ্ববিহারক, সাধকতারক
দুষ্কৃতিহারক, প্রেমভরে।
জয় ভক্তজনাশ্রয়, শুদ্ধ কৃপাময়,
তারয় তারয়, পাপিনরে।

রাজা। (উঠিয়া) ঐ বুঝি তবে আস্‌চেন, বোধ হয় মহর্ষি জ্ঞানাচার্য্যই এই ভগবদ্গুণানুকীর্ত্তন কোর্‌তে কোর্‌তে আস্‌চেন। (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) হাঁ তাইত, ঐ যে মহর্ষির পশ্চাতে প্রেয়সী এবং সর্ব্বাগ্রে মন্ত্রিবর পথ দেখিয়ে অতি সমাদরে

এখানে আস্‌চেন। আহা! তপঃপ্রভাবে মহর্ষির শরীর যেন সাক্ষাৎ দিবাকর। তা আমিও অগ্রসর হোয়ে পরম সমাদরে ঋষিবরকে আহ্বান করি। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) ভগবন্! আজ আপনার আগমনে চরিতার্থ হোলেম, এ গৃহ, নগর ও রাজ্য সকলই আপনার শ্রীচরণ-স্পর্শে পবিত্র হোলা, প্রভো! অভিবাদন করি।

(মন্ত্রী, জ্ঞানাচার্য্য ও রাণীর প্রবেশ।)

রাজা। (ঋষিচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত।)

জ্ঞানাচার্য্য। রাজন্! আপনার সৌজন্যে পরম সন্তুষ্ট হোলেম, আশীর্ব্বাদ করি, আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল হোক।

রাজা। (যোড়-করে) ভগবন্! ভবদীয় আগমনেই আমার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল, তাতে আবার ভবদীয় জীবন্ত আশীর্ব্বাদ বাক্যে যে চিরমঙ্গল হবে. তা বলা বাহুল্য। এক্ষণে আসন পরিগ্রহ কোরে এদাসকে কৃতার্থ করুন।

ঋষি। (উপবেশন করিয়া রাজার প্রতি) মহারাজ! আপনিও উপবেশন করুন, রাজ্ঞি! আপনিও পতিপার্শ্বে শোভিতা হউন. আমি আপনাদের দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পর একত্র মিলন দর্শন কোরে সুখী হই।

রাজা। (যোড়-করে ঋষির প্রতি) ভগবন্! আজ আপনার প্রসাদেই আমি রাজ্ঞীকে পুনঃপ্রাপ্ত হোলেম (রাণীর হস্ত ধরিয়া) এস প্রিয়ে! এস আজ আমি পূজা

পাদ মহর্ষির অনুকম্পায় হারানিধি পুনঃ প্রাপ্ত হোলেম, এখন এস উভয়ে একত্রে ভগবান্ মহর্ষির শ্রীচরণে প্রণিপাত কোরে একত্রে বোসে ওঁর আদেশ প্রতি-পালন করি। (উভয়ে মহর্ষিকে প্রণিপাত কোরে একত্র উপবেশন।)

ঋষি। মহারাজ! মহিষীর নিকট আমি ওঁর আত্ম-পরিচয় পেলে, আর কখনই আপনাদিগকে এত দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত পরস্পরকে বিরহযন্ত্রণা সহ্য কোর্ত্তে হোতো না, এবং কুমার রতিকান্তকেও অত কষ্ট ও কঠোর ব্রত অবলম্বন কোর্ত্তে হোত না।

রাজা। ভগবন্! গ্রহবৈগুণ্য বশতই ঐরূপ ঘটনা ঘটেছিল; যত দিন গ্রহবৈগুণ্য ছিল, তত দিন এসং-বাদও আপনার নিকট অপ্রকাশিত ছিল। এখন শুভগ্রহ বশতঃ আপনার অনুকম্পায় ও আশীর্ব্বাদে সকল দুঃখ দূর হোলো।

ঋষি। তার সন্দেহ নাই, দৈব নির্ব্বন্ধ কে অতিক্রম কোর্ত্তে পারে? যা হোক, এখন ভগবান নারায়ণের প্রসাদে আপনাদিগকে পুনর্ব্বার একাসনে দেখে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হোলেম; তবে এক্ষণে অনুমতি হোলে আমি স্বস্থানে গমন করি।

রাজা। ভগবন্! আপনাকে বিদায় দিবার ইচ্ছা না থাক্‌লেও আপনার তপোবিঘ্ন ভয়ে আর অধিক কিছু অনুরোধ কোর্‌তে পারি না। তবে আমাদিগের প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ, এজন্য কেবল এই মাত্র

প্রার্থনা কোচ্চি, যে যেমন কুমার রতিকান্তের জাত-কর্ম্মাদি সমস্ত মহাশয় দ্বারা সুসম্পন্ন হোয়েছে, তদ্রূপ মন্ত্রিকন্যা মধুমতীর সহিত তাহার শুভপরিণয় আপনার দ্বারা সম্পন্ন হয়, ইহাই প্রার্থনীয়।

ঋষি। রাজন্! আপনার এপ্রার্থনাবাক্য অবশ্য অনুমোদনীয়, আপনি সেই শুভ সময় উপস্থিত হোলে আমাকে বিজ্ঞাপন কর্‌বামাত্র তখনই এ প্রাসাদে উপস্থিত হব। এক্ষণে বিদায় হই।

রাজা। ভগবানের যেরূপ অভিরুচি, তবে অভিবাদন করি। (সকলে ঋষিকে প্রণাম।)

ঋষি। জয়স্তু।

[প্রস্থান।

রাজা। (রাণীর হস্ত ধরিয়া) প্রিয়ে! আজ আমি ভাগ্যবলে হারানিধি পেলেম; প্রিয়ে! এ নরাধমের হাতে তোমায় কত যন্ত্রণাই সহ্য কোর্ত্তে হোয়েছে, তা তুমি সে সকল এখন বিস্মৃত হোয়ে আমায় ক্ষমা কর।

রাণী। (সজল নয়নে) মহারাজ! অধীনী আপনার সামান্য দাসী মাত্র, তা এর প্রতি এত অনুনয় কেন? বরং দাসী যে আপনকার চক্ষের অন্তরালে থেকেও আপনার হৃদয় মধ্যে উদিত হোয়ে আপনাকে এত যন্ত্রণা দিয়েছে, (পদধারণ করিয়া) আপনি বরং আমার সে অপরাধ ক্ষমা করুন।

রাজা। (হস্ত ধরিয়া) প্রিয়ে! উঠ উঠ, এ সৌজন্য

তোমাতেই শোভা পায় বটে ; তা সে সব যাক্ ; যদি সৌভাগ্য বশতঃ আমাদের দুঃখযামিনী সুপ্রভাত হোয়ে সুখসূর্য্যের উদয় হোলো, তবে এখন আর সে পূর্ব্বদুঃখ স্মরণ কোরে যন্ত্রণা পাওয়ার আবশ্যক কি ?

পণ্ডিত। তার সন্দেহ কি? "গতস্য শোচনা নাস্তি।"

রাজা। প্রিয়ে! এস এখন পুত্রের বিবাহ দিবার উদ্যোগ করি, এ বৃদ্ধ বয়সে উভয়ে পুত্রবধূর মুখ দর্শন কোরে চরিতার্থ হই।

পণ্ডিত। উচিত বটে, "শুভস্য শীঘ্রং"।

রাজা। প্রিয়ে। আমি মন্ত্রিকন্যা মধুমতীর সহিত কুমারের শুভ পরিণয় দিতে ইচ্ছা করেছি, আর সকলেরও ইচ্ছা তাই।

রাণী। নাথ! আপনার যেরূপ অভিরুচি, আমারও সেই রূপ।

রাজা। (মন্ত্রীর প্রতি) দেখ মন্ত্রিবর! তুমি অনতিবিলম্বে এশুভ পরিণয়ের জন্য রাজকোষ হোতে অর্থ লয়ে যথাবিধি আয়োজন করগে ; আমি জ্যোতি-র্বের্ত্তা গ্রহাচার্য্য দ্বারা শুভ দিন স্থির কোরে ত্বরায় তোমার কন্যার সহিত, কুমার রতিকান্তের বিবাহ দিব ; আর এনগরের সর্ব্বত্রে এই ঘোষণা প্রচার কোরে দাও, যেন আবালবৃদ্ধবনিতা কেহই এউৎ-সবে আমোদ প্রকাশ কোর্ত্তে উদাসীন না হয় ; স্বদেশ-বিদেশস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ভাট, ঘটক, দীন দুঃখী, অ-

নাথ, রাজা, প্রজা, ঋষি প্রভৃতি ছোট বড় সকলকেই নিমন্ত্রণ কর; কোষাধ্যক্ষকে সঞ্চয় বিবেনায় রাজকোষ হোতে প্রচুর দান কোর্ত্তে বল; রাজপথ সকল প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত-পরিচ্ছন্ন কোরে রাজপ্রাসাদ সকল পতাকা, কদলী বৃক্ষ, আম্রসার ও পূর্ণ কুম্ভাদি দ্বারা সুশোভিত কর; নগরের সর্ব্বত্র আলোকমালায় রঞ্জিত কোরে বাদকদিগকে বিবিধ মঙ্গলসূচক বাদ্যবাদনে অনুমতি দাও; নট নটীদিগকে আহ্বান কর; দুর্গ মধ্যে সেনাপতিদিগকে স্বদলে সুসজ্জিত হোয়ে নগর রক্ষা করিতে অনুমতি দাও; কি রাজকর্ম্মচারী, কি প্রজা, কি নগরবাসী সকলকেই এক মাস কাল অবকাশ দিয়ে আমোদ কোর্ত্তে বল; পয়স্বিনী গাভী, হয়, হস্তী, রথ, নরযান ও জলযানাদি সুসজ্জীভূত কর; ও চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয়াদি নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী দ্বারা ভাণ্ডার পরিপূর্ণ কর্তে আদেশ কর; দেখ, যেন এসমস্ত বিষয়ের অনুষ্ঠানে কিছু মাত্র ত্রুটি না হয়।

মন্ত্রী। (আহ্লাদে) নরনাথ! আজ আমি চরিতার্থ হোলেম, এ দাসের প্রতি আপনার যে এত অনুগ্রহ, এতে আমার জীবন সার্থক হোল। রাজকুমার যে আমার জামাতা হবেন, এ আনন্দ রাখ্বার আমার আর স্থান নাই। এক্ষণে আমি ত্বরায় মহারাজের আদেশ প্রতিপালনে তৎপর হব।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

রাজা। (পণ্ডিতের প্রতি) পণ্ডিতবর! আপ-

নিও তবে এই শুভকার্য্যোপলক্ষে নিমন্ত্রণ পত্রাদি প্রস্তুত কোরে সর্ব্বত্রে প্রেরণ করুন, এবং মহর্ষি জ্ঞানাচার্য্যের নিকট সময়ানুসারে স্বয়ং গিয়ে তাঁরে এখানে আনয়ন কর্‌বেন।

পণ্ডিত। মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য, তবে এক্ষণে বিদায় হই।

[পণ্ডিতের প্রস্থান।

মাধব্য। (রাজার প্রতি) মহারাজ! সবারইত সব হোলো, এখন এ অনুগত গরিব ব্রাহ্মণটার প্রতি কি জলের ভার বইবার ভারটাও হোল না, এর দিকে যে একবার দৃষ্টিটাও পোড়্‌লো না; কাজের বেলায় আর শর্ম্মা কেউ নন।

রাজা। (উঠিয়া মাধব্যের পৃষ্ঠে কর প্রসারণ পূর্ব্বক) না ভাই, তা নয়, তোমার প্রতিত ভাণ্ডারের ভার রয়েইছে, তবে আর এত দুঃখ কিসের?

মাধব্য। তাই একবার খুলে বলুন যে, শুনেও প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়।

সিন্ধু পিলু।

এবার ভাঁড়াড়ীর কার্য্য তুমি কর হে গ্রহণ।
মহানন্দে মিষ্ট অন্ন করিবে ভোজন॥
লুচি কচুরী নিম্‌কী গজা, সেউ আর বুটভাজা,
বড় বড় পাঁপর ভাজা, রসনারঞ্জন।

বোঁদে খাজা মতিচুর, তাহা নহে অপ্রচুর,
সকল আস্বাদ তুমি পাইবে এখন।
মোহনভোগ মনোহরা, মুনিজনমনোহরা,
আর আর মিষ্ট অন্ন আছে যে যেমন ॥

রাজা। (হাস্য করিয়া) তবে আর কি, এখন আমি মহিষীকে লোয়ে অন্তঃপুরে চল্লেম, বিবাহের দিন স্থির করিগে। (রাণীর প্রতি) এস প্রিয়ে! আমরা এখন যাই।

রাণী। হাঁ নাথ! চলুন যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

মাধব্য। এখন তোমাদের যেখানে ইচ্ছা সেই খানেই যাও, আমার যা মানস, তাত সম্পন্ন হয়েছে, আর আমায় পায় কে? আমিইত একলা ভাঁড়ারী, ভাঁড়ারের কর্ত্তা। (আহ্লাদে নৃত্য করিতে করিতে গীত।)

ভাড়ারের কর্ত্তা আমি কে আমারে পায়।
একি শুভ সমাচার মরি হায় হায়।
যত পেটে ধরে খাব, ধামাপূরে লয়ে যাব,
গৃহেতে গিন্নীরে দিব যত ইচ্ছা যায়।

তবে এখন যাই, আর বিলম্ব করা কিছু নয়, ব্রাহ্মণীকে একবার আমার এ শুভ সংবাদটা দিইগে, সে শুনে কতই খুসী হবে এখন।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মধুমতীর গৃহ।

(মধুমতী জ্ঞানদা ও প্রমদা আসীনা।)

মধু। না সখি, উনি যে যুবরাজ তা আমি পূর্ব্বে জান্‌তেম না।

জ্ঞানদা। সখি' ইটি কেবল তোমার কপাল গুণে ঘোটেছে—তুমি যে পূর্ব্বজন্মে কত তপস্যা, কত পুণ্য কোরেছিলে, তা আর বল্‌তে পারিনে; তাই এখন অমন মনোমত পতি পাচ্চ। শিবের মাথায় অনেক ফুল জল বিল্বপত্র না দিলে অমন পতি আর কেউ কখন পায় না।

প্রমদা। তা বৈ কি ভাই, তার আর কথা কি দেখ, একে রূপবান্, গুণবান্, তায় আবার রাজার সন্তান; ধনে মানে, রূপে গুণে, কুলে শীলে, কিছুতেই কম নন। পূর্ব্ব জন্মের সাধনা না থাক্‌লে কি আর অমন পতি কেউ কখন লাভ করে: প্রিয় সখীর আমাদের বড় কপাল-জোর, তাই অমন পতি পেলেন।

মধু। হাঁ। "পেলেন" বই কি, (লজ্জিত ভাবে।)

প্রমদা। আর পেতে বাকী কি ভাই? কেবল লগ্নের অপেক্ষা মাত্র।

জ্ঞানদা। প্রিয়সখীর মতে "বিলম্বে কার্য্য হানি" ওঁর "না আঁচালে বিশ্বাস হবে না।" (মধুমতীর প্রতি) কেমন, ঠিক্ না সখি?

মধু। যা হোক্ সখি! সময় পেয়ে খুব এক চোট বোলে নিলে, ভাল, আমারও তা মনে রইল, সময়ে শোধ নেব।

প্রমদা। যো পেলে, আর কে কোথা কারে ছেড়ে থাকে বল—তা আমাদের প্রতি আর কি শোধ নেবে ভাই? আমরাত আর কিছু পূর্ব্বজন্মে তোমার মত সাধন করিনি যে, মনোমত পতি পাব, তাই ফাঁক্ ভালে দু কথা বোলে শোধ নেবে?

মধু। ওলো ভাবিসনি লো! তোরাও আপন আপন মনোমত পতি পাবি।

প্রমদা। সখি! তোমার আর সাগদে মাচ ঢাক্তে হবে না।

মধু। এতে আর সাগদে মাচ ঢাকা কিসে হোলো? তোমাদের যুবরাজকে যদি এতই মনে ধোরে থাকে, না হয় তোমরাই বিবাহ কর।

প্রমদা। সখি! এটি কি মনের সহিত বোল্‌ছ?

মধু। কেন ভাই! তোমাদের সহিত আমার কেবল দেহ মাত্র প্রভেদ বইত নয়!

জ্ঞানদা। সখি! তোমার এম্‌নি অন্তঃকরণই বটে, তা না হবে কেন? মলয়গিরি ভিন্ন চন্দনবৃক্ষ কি সর্ব্বত্র সম্ভবে? (প্রমদার প্রতি) দেখছ ভাই প্রমদ! মায়ের মুখে আজ কাল আর হাসি ধরে না, তা হতেই পারে, মায়ের প্রাণ কি না?

প্রমদা। তা হবে না ভাই! প্রিয়সখী মার এক-মাত্র কন্যা, তায় আবার প্রাণের সহিত ভাল বাসেন! এত আহ্লাদেরি বিষয়! যেমন সর্ব্বদাই ভাবতেন যে, মেয়েটিকে কোন রাজকুলে দান কোরে সুখী হবেন, তা ভগবান্ প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে তাঁর সে আশা এত দিনে পূর্ণ হোলো।

জ্ঞানদা। ভাই কার না ইচ্ছা যে, আপন আপন কন্যাকে সৎপাত্রে দান করে, তা সকলের ভাগ্যত সমান নয়, এটি কেবল প্রিয়সখীর ভাগ্যেই মিলেছে।

প্রমদা। তার কথা কি! তবে কিনা, যে যিটি কামনা করে তার সেটি সম্পূর্ণ হোলে বড় আহ্লাদ হয়।

মধু। এখন ভাই ওসব কথা ছেড়ে দাও, একটা গান গাও।

প্রমদা। ওমা! এখন কি গান গাবার সময়—তোমার যে দেখ্‌ছি বিয়ের সময় কনে বলে, আমি——কি তাই হোলো, চল তোমার বেশবিন্যাস কোরে দিইগে, আর বেলা প্রায় শেষ হোয়ে এলো, বর আস্‌বার সময় হোলো।

মধু। তা হোক, তোমার অত নেক্‌রায় কাজ নেই, একটি গাও।

জ্ঞানদা। প্রিয়সখি! একটি কথা বলি, রাগ কোরো না ভাই!

মধু। কি বোল্‌বে বল।

জ্ঞানদা। সে দিন তোমাকে অন্যমনস্ক কর্‌বার নিমিত্ত কত গান গাইলেম, তাতে বিরক্ত হোয়ে বোল্লে আর ওসব ভাল লাগে না, ওতে আমার কান ঝালা পালা করেছে, তবে এখন যে আবার সেই গান গাইতে অত অনুরোধ কর্‌ছ?

প্রমদা। সখি! জান না, তখন প্রিয়জন বিনে ওসব প্রয়োজন ছিল না, তাই ভালও লাগ্‌ত না; কিন্তু এখন যে সেটি কেঁচে আস্‌বে তার বিচিত্র কি?

জ্ঞানদা। হাঁ ভাই, একথা মান্য করি, তবে সখি! ঐ বাঁয়াটা বাজাও, আমি প্রিয়সখীকে এই বেলা একটি গান শোনাই, এর পর উনি রাণী হোলেত আর সাহস কোরে কাছে গিয়ে শোনাতে পার্‌ব না?

মধু। সখি! অমন হৃদয়ভেদী পরিহাস কেন ভাই? জল বিহীনে মৎস্যের জীবন যেরূপ, তোমাদের সহবাস বিহীনে আমারও তদ্রূপ। তোমরা আমার চিরসহচরী, মধুমতীর যা কিছু তা তোমাদের লোয়ে। সখি! আমার নিতান্ত এই ইচ্ছা, যে, আমি যেমন মনোমত পতি লাভ কোরে আনন্দে কালাতিপাত কোর্‌ব, তোমরাও তদ্রূপ নিজ নিজ মনোমত বরকে

বরণ কোরে আমার সহিত সর্ব্বদাই পরম সুখে আমোদ আহ্লাদে কালক্ষেপ কর।

প্রমদা। সখি! কিছু মনে কোর না, জ্ঞানদা পরিহাস কোচ্চে মাত্র, আমরা শিশুকাল হোতে একত্রে সহবাস কোরে কি আর তোমার মন জানিনে? আহা! তোমার যেমন রূপ তেমনিই গুণ! তোমার মনের ভাব কখনই অপবিত্র হবার নয়। তা দেখ ভাই, ভগবান্ করুন, যেমন তুমি মনোমত পতি পাচ্চ, তেমনি শত বীরসিংহের জননী হোয়ে পাকা মাথায় সিঁদুর পোরে, হাতের নোয়া হাতে রেখে পরম সুখে কাল যাপন কর।

মধু। সখি! তোমাদের ন্যায় হিতাকাঙ্ক্ষিণী ভিন্ন কে আর এরূপ কামনা কোর্‌বে বল। তা কৈ সখি! একটি গাইতে চাইলে, গাওনা ভাই, শুনি।

জ্ঞানদা। এখন কি ভাই গান-বাজনা তত ভাল লাগে? চল বরং বিবাহের উদ্যোগ দেখিগে যাই, তার পর তখন বাসর ঘরে গান শুন এখন, আমরাও গাইব, আর তোমার সেই তিনি, বুঝ্লেত।

মধু। না ভাই, তোর অত ন্যাক্‌রায় কাজ নেই, গাইবেত একটা গাও।

জ্ঞানদা। নিতান্তই একটি গাইতে হবে, তবে সখি, তুমি সে দিন যে গানটি বেঁধেছিলে সেইটি গাই; ও প্রমোদ! বাজাত ভাই! (প্রমদা বাদ্য, জ্ঞানদা গীত।)

রাগিণী সুরট মোল্লার, তাল আদ্ধা।

পরে আকিঞ্চন সদা কেন রে আমার মন।
পর প্রেমে জান না কি হবে শেষে জ্বালাতন॥
হয়ে তুমি মম ধন, পরে কর আকিঞ্চন,
তোমারে কি সে কখন, ভাবে হে আপন।
হেরি তুমি সে তাপসে, বরিলে মনমানসে,
কি হবে হে অবশেষে, না হলে মিলন॥

মধু। বাঃ! সখি বেশ হোয়েছে, ভাই তোমার গলা খানিত নয়, যেন বাঁশী খানি।

প্রমদা। সখি! সাধে কি চমৎকার হয়েছে, ওতে যে মণিকাঞ্চনের যোগ আছে।

মধু। সে কেমন?

প্রমদা। সখি! এও বুঝলে না, ওঁরত গলা সরেস আছেই, তার সঙ্গে তোমার গীতের রচনা ও ভাবের পারিপাট্য কেমন, তাই বল্‌চি। কিন্তু এখন আর বিরহ-গীত শোভা পায় না, এখনতো এক প্রকার মিলন হয়েছে। (নেপথ্যে হুলুধ্বনি) ঐ যাঃ! আমোদে আমোদে যে দেখ্‌চি সন্ধ্যা হোয়ে গেল, চল চল, ঐ দেখ এয়োরা ছাউনি তলায় কনে নাওয়াতে বরণ ডালা মাথায় কোরে যাচ্চে, শীঘ্র এস শীঘ্র এস।

জ্ঞানদা। তাইত বলে "যার বিয়ে তার মনে নাই, পাড়া পড়সীর ঘুম নাই" আমাদের প্রিয়স

দেখ্‌চি ঠিক তাই। (নেপথ্যে হুলু ও শংখধ্বনি এবং নানাবিধ বাদ্যরব) ও সখি! শীঘ্র চল, ঐ বর এল, ঐ দেখ, পরিচারিকা তোমায় ডাক্‌তে আস্‌চে।

মধু। হঁা সখি চল।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সভাগৃহ।

(পাত্র, রাজা, মন্ত্রী, পণ্ডিত, মাধব্য, জ্ঞানাচার্য্য, ব্রাহ্মণ, ভাট, ঘটক ও অন্যান্য সভাজন আসীন।)

রাজা। (মাধব্যের প্রতি) তবে বিদায় কালীন ব্রাহ্মণ দিগকেত আঘাত কর নাই?

মাধব্য। মহারাজ! সে কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন, সে যেন তেন প্রকারেণ এক রকমে চুকিয়ে এসেছি। দায় আদায় বিদায় আদায় সদয় হৃদয় নিদয় ও সব একেবারে শেষ কোরে এসেছি, তার আর উত্থাপনের প্রয়োজন কি! ওঃ, যে ভিড়, তার মধ্যে দিয়ে আসে কার সাধ্য! আমি যেই ষণ্ডা, তাই

চড় কীল খেয়ে দাঁতে খীল লাগিয়েও বাড়ীর ভেতর সেঁদিয়েছি, অন্যলোক হোলে পিণ্ডী চট্‌কান হোয়ে পণ্ডিত মশায়ের ঠাকুরের পরকালের কাজ কোত্তো।

রাজা। আবার পণ্ডিতের সঙ্গে লাগ্‌লে কেন, উনি তোমায় কি কল্লেন বল?

মাধব্য। কোল্লেন না কেমন কোরে, পাছে মণ্ডা মনোহরা বরফী পেরাকী মতিচুর বঁদে খাজা গজা নিখুঁতি ছানাবড়া অমৃতি প্রভৃতি ভাল ভাল খাদ্য গুলিন সকলকে দিয়ে ফুরিয়ে গেলে লোকে মহারাজের অখ্যাতি করে, সেই ভয়ে আমি তা ঠেসে মজুত রেখেছিলেম, কাজকর্ম্ম চুক্‌লে তখন আমি অনায়াসে সে সকল ঘরে লয়ে ব্রাহ্মণীর কাছে রাখ্‌তেম, আর এই শুভ বিবাহের পরে পরিশ্রম কোরে শরীরে বেদনা হয়েছে বোলে ছুটী লয়ে এক মাস অনায়াসে ঘরে বোসে বোসে সে গুলিন জলযোগ কোর্ত্তেম। তা উনি কি না, আমি ভাণ্ডারের কর্ত্তা থাক্‌তে "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল হয়ে" আমার অমতে অনায়াসে সকলকে অপর্য্যাপ্ত রূপে দিয়ে নিঃশেষ কোরে দিলেন, এতে রাগ হয় কি না?

ঘটক। উনি তবে বড় অন্যায়ই করেছিলেন না। বেল্লিক! লোকজনকে না দিয়ে আপনি একা খেতে চাও? আরে পেটুক! ব্রাহ্মণের ঘরে রাক্ষস হো জন্মেছ।

মাধব্য। কে হে বাপু! তুমি কে! অত রুক্ষ রুক্ষ কথা কোচ্চ যে?

ঘটক। আমি ঘটক।

মাধব্য। তুমি ঘোটক। তা এখানে কেন, এ যে বিবাহসভা, সেই রাজার অশ্বশালায় গিয়ে চ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁং কুরু। এ বিবাহ সভায় ঘোড়ার ডাক বড় অলক্ষণ।

ঘটক। ওরে গাড়ল! ঘোটক নয় ঘটক, ঘটক। তা তুমি আত্মজঠর ভিন্ন আর কি বুঝ্‌বে বল, তোমায় বলা মিছে।

মাধব্য। হুঁ! হুঁ! হুঁ: বুঝেঝি বুঝেছি "ঘটক" যোগান ব্যবসায়ী, তা তুমি এখানে কেন এলে, কে তোমায় এখানে ঢুক্‌তে দিলে, তুমিত কিছু পাবে না, তুমিত আর এ বিবাহের যোগান্ কর্ত্তা নও, মেয়ে আপনিই যোগাড় করেছে, তা যাও, এখন এখান হতে এই দণ্ডে উঠে যাও। রাজা তোমার হাতে ও কর্ম্মও করে দিবেন না, বিশেষ আমায় ঘাঁটিয়েছ। "জলে বাস কোর্ত্তে এসে কুমীরের সঙ্গে বাদ।"

রাজা। সখে মাধব্য! তোমার কি ব্রাহ্মণকে ভয় নাই!

মাধব্য। কিসের ভয়, খেয়ে ফেল্‌বে না কি?

রাজা। ক্রোধে শাপ দেবেন।

মাধব্য। হা হা হা! শাপ দিবেন, আমিও সাপকে এই কলা খেতে দিব। (বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন)

রাজা। তুমি সকলেরি পেছনে লাগতে আরম্ভ কোল্লে ?

ভাট। বিষ্ঠা কি না ?

সকলে। হা হা হা! (উচ্চ হাস্য)

রাজা। (মাধব্যের প্রতি) কৈ হে সখা! এই বার এস লাগ একবার, বড় বাড়াবাড়ী কোচ্ছিলে, হলত তেমনি, "বাবার বাবা আছে জান," তুমি যেমন এবাঁর তেমনি মুখের মতন হয়েছে, "যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।"

মাধব্য। (ভাটের প্রতি) কে হে বাপু, তুমি পগ্‌গধারী ?

ভাট। ওগো মশায়! আমাকে চিন্‌বেন না।

পণ্ডিত। উনি রাজভাট, কুল গেয়ে থাকেন।

মাধব্য। "কুল" গেয়ে থাকেন কি রূপ, কুলত খায়।

পণ্ডিত। (সহাস্যে) আরে সে কুল নয়, এখানে কুল মানে বংশ।

মাধব্য। ভাল, তবে উনি যে কুল গাইবার বড়াই কোচ্চেন, তা কৈ মণ্ডাবংশ গান্ দেখি, সেই বংশের খেয়েইত মানুষ ?

ঘটক। না অত বিদ্যা নাই।

মাধব্য। মূর্খ! জান না যদি, মিছিমিছি সভায় কুল গাইবার বড়াই কর কেন, এই লও। প্রথমতঃ মণ্ডামাতা ভগবতী গৌর্য্যা, পি-

সুধিজ্জাতঃ, অর্থাৎ ভগর্বতী গোরু তার মাতা আর দীর্ঘদণ্ড চূড়াধারী ইক্ষু তার পিতা।

রাজা। সেটা কি প্রকারে হোলো, তা বিশেষ রূপে ব্যাখ্যা কর।

মাধব্য! শুনুন তবে—

সিতবর্ণং ভিন্ন মূর্ত্তিং মণ্ডাঞ্চ বংশকারকং।
যস্মাৎ মহীপরে শ্রেষ্ঠং মোদকঞ্চ গৃহে সদা॥
বদনে কর্ত্তনং কৃত্বা চর্ব্বণে বহু তৃপ্তিভিঃ।
উদরে যায়তে যত্র সর্ব্বসুখং লভেন্নরঃ॥
তস্যাদি পুরুষবৃত্তান্ত শ্রুতে কীর্ত্তে মহাফলং।
যস্য শ্রবণ মাত্রেন মণ্ডাতত্ত্ব লভেন্নরঃ॥
প্রথমেম পিতা তস্য গাণ্ডেরি রসমিষ্টিভিঃ।
যস্মাজ্জালে উঠেৎ গ্যাঁজঃ তস্মাৎগ্যাঁজে ক্রিয়েৎ চিনিঃ। ইত্যাদি পিতৃকুলঃ।

রাজা। বাঃ! ঠিক হয়েছে, তা একবার মাতৃকুলটা গাও শুনি।

মাধব্য। ভুয়োভূয়ঃ শৃনু সর্ব্বে মণ্ডাঞ্চ মাতৃকুলকং!
যস্যাস্তে ধনীনাং গেহে কীলং লভেৎ রবাহুতঃ॥
মাহাত্ম্য ময়রালোকঞ্চ নামে লালাগত জীবে।
সা মণ্ডা মাতৃকুলঞ্চ গোপগৃহসুশোভিনী॥
গবীতি জানতে সর্ব্বে পয়োর্জ্জন্মপ্রদায়িনী।
তস্যাৎ পয়োর্লভেৎ জন্ম নাম যস্য কহে ছানা॥

করিলা [illegible] উভয়ে যেমন একৌতুক হইয়ে [illegible] সুর্পণ সংসার-[illegible] [illegible] তাহায় প্রতি ব্যভিচার [illegible] পর্যন্ত পরস্পর [illegible] ও সুখে সুখী হোয়ে কাল যাপন করু।

উভয়ে।, (সম্রাটকে প্রণাম করণ) (নেপথ্যে বাদ্য ও হলুধ্বনি।)

বেত্রবতীর গীত।

রাগিণী ভৈরবী, তাল পোস্তা।

আজি কি সুখের দিন দেখ এ নগরে।
হারানিধি লাভ হল এত দিন পরে।
হারাইল এক নিধি, তিন নিধি দিল বিধি,
পুত্র পুত্রবধূ সহ লক্ষ্মী এল ঘরে।
হেন শুভ সমাচার, ভাগ্যে কি ঘটিবে আর,
বিবাহ মঙ্গল গীত গাও রাগভরে।
আজি প্রেমপারাবার, উথলিল সবাকার,
উৎসব মঙ্গলে মত্ত যত নারী নরে।
আহা কি রাজ্যের সাজ, জয় জয় মহারাজ,
যুবরাজ সুখে থাক হরিষ অন্তরে॥

যবনিকা পতন।

অশুদ্ধি শোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯	৯	নাদ্যান্তে	নান্দ্যান্তে
১০	১৯	গু কথা	গুরু কথা
১৪	৬	র্যোদ্র	রুদ্দুর
১৫	১৩	কখনও	কখন
১৬	১৮	হা	হাঁ,
১৭	৯	থাক্‌কেই	থাকবেই
১৭	১৪	কাঁদিচিস্	কাঁদ্‌চিস্
২১	২২	বাত্র1	বার্ত্তা
২৫	১৮	হক	হোক
৩১	২৪	পারিনে	পারছিনে
৩৩	৮	মাধরী	মাধবী।
৩৪	৬	জানান্তিকে	জনান্তিকে
৩৪	৯	ওঁয়াকে	ওঁকে
৩৮	১	লিখ্‌লেম	লিখ্‌লেন
৩৯	১২	এক পত্র	এক খানি প
৪৩	১	তৃতীয় অঙ্ক।	তৃতীয় অঙ্ক প্রথম
৪৪	১	যজ্ঞধূমে	যজ্ঞধূমে
৪৬	১	ও মা ?	আজ্ঞে
৪৭	১	কচ্ছে	কর্ছি